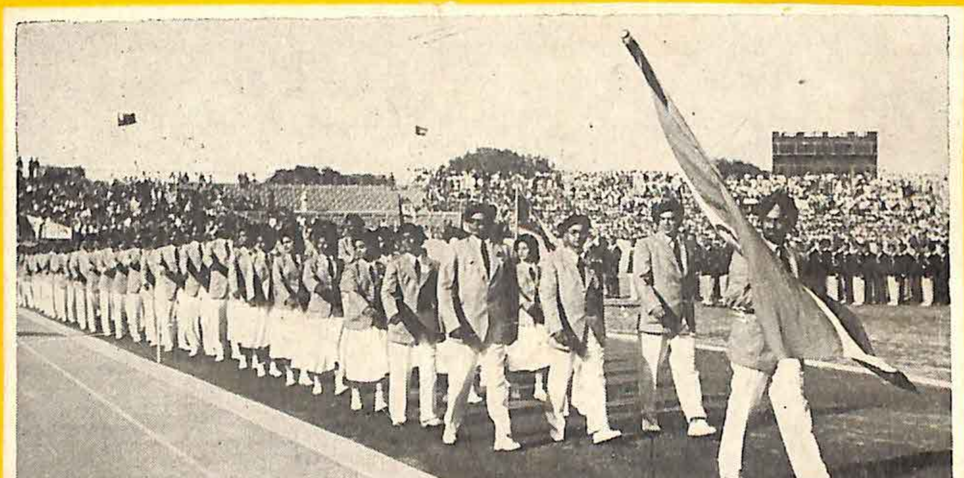
বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত

চিরঞ্জীব



বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত

চিরঞ্জীব

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

আষাঢ় ১৯০৪ (জ্বন ১৯৮২)

Asadha 1904 (June 1982)

India in World Sports (Bengali)

ম্ল্য ঃ ৯·৫০ টাকা

Price : Rs. 9.50

প্রকাশন বিভাগের ● বিক্রয় কেন্দ্র

৮ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
স্বপার বাজার, (তিনতলা) কনট সার্কাস, ন্তন দিল্লী-১১০০০১
কমার্স হাউস, করিমভয় রোড, ব্যালার্ড পায়ার, বোম্বাই-৪০০০৩৮
এল এল অডিটরিয়াম, ৭৩৬ আন্না সালাই, মাদ্রাজ-৬০০০০২
গভর্নমেন্ট প্রেসের নিকট, প্রেস রোড, ত্রিবান্দ্রাম-৬৯৫০০১
বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, অশোক রাজপথ, পাটনা-৮০০০০৪
১০-বি, স্টেশন রোড (কোহিন্র হোটেলের বিপরীত দিকে) লক্ষ্ণৌ-২২৬০০৪

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, ন্তন দিল্লী-১১০০০১ কর্তৃক প্রকাশিত
ম্খ্য প্রবন্ধক, কেন্দ্রীয় সরকারী ম্দ্রণালয় (প্রকাশন বিভাগ), সাঁত্রাগাছি, হাওড়া দ্বারা ম্দ্রিত।

নিবেদন

আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে সরকারীভাবে ভারতের প্রথম প্রবেশ ১৯২৮-এ আমস্টার্ডাম ওলিম্পিক্সে। সেবারই ভারত প্রথম হকি-সোনা জেতে। যেন এল, দেখল, জয় করল। তারপর থেকে প্রতিবারই ভারত ওলিম্পিক গেমসে অংশ নিচ্ছে। অংশ নিচ্ছে নিয়মিতভাবে এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েল্থ গেমসে। এশিয়ান গেমস প্রবর্তনের মূলেও ছিল ভারত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নানা খেলায় ভারত কী করেছে, কী করতে পারেনি—অনেকটা তারই হিসাব মেলাবার জন্য এই গ্রন্থ, চেষ্টা করেছি সংক্ষেপে আমাদের খেলাধূলার সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরার।

পাঠকরা খুশি হলে সে আনন্দের অংশীদার বেতার ও তথ্য মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ। তথ্যগত ত্রুটি থাকলে সে দায় লেখকের।

চিরঞ্জীব

কলকাতা

মার্চ ঃ ১৯৮১

যা যা আছে

ওলিম্পিক্স, সেকাল থেকে একালে

মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় ৭৭৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে ওলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছিল। কিন্তু এরও ছয়শ বছর আগে মাঝে মাঝে ওলিম্পিক্স হত, সে প্রমাণও মিলেছে। গ্রীসের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে এলিসের ওলিম্পিয়ায় পেলপস প্রথম অলিম্পিক গেমস করেন ১৩৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। নানারকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও নথিপত্র ঘেঁটে বলা হচ্ছে ওলিম্পিক্সের বয়স তেত্রিশ শ'বছর।

তবে ৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গেমস বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল পরে এলিসের রাজা ইফিটোস গেমসের পুনরায়োজন করলেন। তখন গ্রীসে নানা জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন কারণে ছোটখাটো যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। প্রতিনিয়ত যদি যুদ্ধ চলতে থাকে, তবে গেমস হবে কেমন করে? গেমস হত পাঁচ দিন ধরে। কিন্তু প্রতিযোগীদের যাতায়াতের সময় লাগে, প্রস্তুতির জন্যও সময়ের দরকার। তাই গেমসের তিন মাস আগে সর্বত্র যুদ্ধ-বিরতি। অর্থাৎ শান্তি বা 'ইকেচিরিয়া'। প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেকের বাড়ি ফেরা পর্যন্ত এই শান্তি লঙ্ঘন করতেন না কেউ। ওলিম্পিক্স সেই তখন শুধু খেলাধুলায় সীমিত ছিল না। ওটা ছিল গ্রীসের ধর্মীয় উৎসবও।

এখন পর্যন্ত আমরা শুধু জানি ওলিম্পিক্সের প্রথম বিজয়ী করয়িবসের কথা। কিন্তু কিংবদন্তী অন্য তথ্য দিচ্ছে। পিন্ডার এবং অন্যান্য গ্রীক কবি বলেছেন, সেকালে জিউস ও ক্রোনোস নামে শক্তিশালী দেবতা ছিলেন। দুই দেবতায় কুস্তি হয়েছিল—কে পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। যিনি জিতবেন তিনি থাকবেন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। বিজয়ী জিউসের স্মরণে পর্বতের পাদদেশে সমতলভূমিতে হত নিয়মিতভাবে গেমস।

যাই হোক নথিপত্রে ৭৭৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের গেমসের প্রমাণই অধিক। তখন একটিই ইভেন্ট ছিল। ওটি স্টেডিয়াম রেস। অতিক্রম করতে হত ১৮৬ গজ। প্রথমবার বিজয়ী হন ওলিস-এর করয়িবস। কয়েক বছরের মধ্যে গেমস আর মাত্র একটি প্রতিযোগিতাতে সীমিত রইল না। আরও দূরপাল্লার দৌড় অন্তর্ভুক্ত হল। ফিল্ড ও ট্র্যাকে পেন্টাথলন শুরু সেই প্রাচীনকালে। পেন্টাথলনে ছিল দৌড়, ডিসকাস (৯ পাউন্ড ওজনের) ,ওজন নিয়ে লং জাম্প, জ্যাভেলিন এবং কুস্তি। এছাড়া পৃথক কুস্তি ও বক্সিং ইভেন্টও ছিল। শুরুর দিকে প্রতিযোগিতা হত শুধু গ্রীসের অধিবাসীদের মধ্যে। কয়েক বছর পরে প্রতি-

দ্বন্দ্বতায় আসে সিসিলীয় ও ক্রেটিয়ানরাও। ভিড় বাড়তে লাগল। ৭৭তম গেমসে এমন অবস্থা দেখা দিল যে বক্সিং বারে বারে বন্ধ হল এবং শেষ পর্যন্ত চাঁদের আলোয় প্রতিযোগিতা করতে হয়।

সেকালে অ্যাথলিটদের জন্য এমন সব সুযোগ ছিল যে মনে হবে এ বুঝি গল্প কথা। ওলিম্পিক মাঠের সাইজেরই আচ্ছাদিত রানিং ট্র্যাক ছিল অনুশীলনের জন্য। খারাপ আবহাওয়া বা মূল স্টেডিয়াম বৃষ্টির জলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে কভার্ড স্টেডিয়ামে চলে যেতেন খেলোয়াড়রা। এখনকার দিনে অনেক দেশেই যে সব সুযোগ নেই খেলোয়াড়দের, সেই প্রাচীন কালেও ছিল স্টেডিয়ামে স্নানের জন্য ঠান্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা, ড্রইং রুম, রেস্টরুম ইত্যাদি। প্রতিযোগীদের কঠোর ট্রেনিং নিতে হত। শপথ করতে হত—আমরা অন্তত দশ মাস—অনুশীলনের পর প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছি। শেষ মাসে অনুশীলন করতে হত ত্রিশদিন ধরে ওলিম্পিক-প্রশিক্ষকদের উপস্থিতিতেই। সেখানে থাকতেন কর্মকর্তারাও, কঠোর নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এসব চলত। একসময়ে তো খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক খাদ্য ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবার খাবারের সঙ্গে আবশ্যিক ছিল টাটকা পনীর। এসব এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগের ঘটনা।

শুরুতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ গেমস ছিল পুরোপুরি অপেশাদারী। জলপাই পাতার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হত বিজয়ীদের। প্রতিটি ওলিম্পিক্সেই একজন করে হিরো হতেন অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে। এই কারণেই সম্ভবত আর্থিক প্রশ্ন দেখা দিল খেলার মাঠে। খেলোয়াড়ের ট্রেনিং, যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় তো আছে। ঘোড়ায় টানা রথের যে প্রতিযোগিতা হত, তার জন্য ঘোড়া ও রথ আনতে হত প্রতিযোগীদেরই। আবার যিনি জিততেন, সকলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। তাছাড়া জলপাই পাতার মুকুটের বদলে পুরস্কার দেওয়া হতে লাগল মূল্যবান সামগ্রী। তবে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ডামবু-বেল নিয়ে যে চিওলিস ২৩ ফুট ১½ ইঞ্চি লং জাম্প দিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু জলপাই পাতাতেই খুশি ছিলেন।

সেকালের ওলিম্পিকে কত দর্শক সমাবেশ হত, তার যথার্থ প্রমাণ নেই। তবে স্টেডিয়ামগুলিতে আসন সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে। কিন্তু একটি বিষয় বলার মত—ওলিম্পিক্সের শুরুতে মেয়েদের অংশ নিতে দেওয়া হত না, শুধু তাই নয়—দেখার অনুমতিও ছিল না ওদের।

ওলিম্পিক্সে মেয়েদের অংশগ্রহণের ব্যাপারটি অবিস্মরণীয়। একবার ওলিম্পিক্সে যখন একজন মহিলাকে স্টেডিয়ামের দর্শক গ্যালারিতে দেখা গেল,

তা নিয়ে দারুণ হৈ চৈ হল। সেবার দৌড়ে বিজয়ী হল পিসিডোরাস। এই প্রতিযোগিতায় পিসিডোরাসকে প্রশিক্ষণ দিতেন তাঁর বাবা। কিন্তু হঠাৎ ওঁর বাবা মারা যান। অতঃপর ছেলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন তাঁর মা। ট্রেনার মা ছদ্মবেশে হাজির থাকেন স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার দিন। পুত্রের জয়ে তিনি আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়েন। আশেপাশের দর্শকরা বুঝলেন তিনি পুরুষ নন, মহিলা। ব্যস আর যায় কোথায়। এই অন্যায়ের সাজা মৃত্যুদন্ড। পাথরের গায়ে মাথা ঠুকে মৃত্যুদন্ড, কিন্তু বিজয়ী পিসিডোরাসের মা বলেই তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। আর এইভাবেই ওলিম্পিক্সে মেয়েদের আগমন ঘটল। ১২৮তম ওলিম্পিক্সে রথ-দৌড়ে যে রথটি বিজয়ী হয়, তার পরিচালক ছিলেন ম্যাসিডনিয়ার এক মহিলা। তাঁর নাম বেলিশিচে।

দীর্ঘকাল ধরে গ্রীস মহান ঐতিহ্য নিয়ে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গেমসের আয়োজন করল। কিন্তু নানাকারণে সে শক্তি হারাতে থাকে। ক্রীড়াঙ্গনেরও পবিত্রতা নষ্ট হল আর্থিক দিকটা বড় হয়ে দেখা দেওয়ায়। দুর্নীতি এল বিচারে। দেশাত্মবোধ, ধর্মীয় আচার, মৈত্রী ইত্যাদি আদর্শ দূরে সরে গেল। সম্রাট নিরো গেমসকে আরও নীচে নামিয়ে দিলেন। খৃষ্টজন্মের ৩৯৪ অব্দে রোমের থিওডোসিয়াস-১ ডিক্রি দ্বারা বন্ধ করলেন ওলিম্পিক্সকে। কিন্তু বর্বর অনুপ্রবেশকারীরা মাঝে মাঝেই আসতে লাগল ওলিম্পিয়ায় নানা উদ্দেশ্যে। ওদের ধারণা ছিল ওলিম্পিয়ার মন্দিরগুলিতে রয়েছে অমূল্য ধনরত্ন। ৪২৬ খৃষ্টাব্দে থিওডোসিয়াস-২-এর নির্দেশে ওলিম্পিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের চতুর্দিকে উঁচু পাঁচিল তোলা হল। প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রবল ভূমিকম্প ঐতিহাসিক নিদর্শনকে ধ্বংস করে দিল। ওলিম্পিয়ার কাছ দিয়ে যে অলফিয়াস নদী বহমান ছিল, ভূমিকম্পের পর সে গতিপথ বদলাল এবং বয়ে চলল ওলিম্পিয়ার বুকের উপর দিয়েই।

ওলিম্পিক্সের সমস্ত নিদর্শন, রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেল। অবশ্য তখন ওসব রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুবন্দোবস্তও হয়তো ছিল না। বহুকাল পরে যা পাওয়া গেল, তা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারের মাধ্যমে।

থিওডোসিয়াসের ডিক্রির পর ১৫০৩-টি গ্রীষ্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। ওলিম্পিক টর্চ আর জ্বলেনি। এযুগে ওলিম্পিক্সের আদর্শে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা প্রথম মাথায় এল জার্মানির জিমন্যাস্টিক্স আন্দোলনের পুরোধা জে, সি, এফ গাটস মুথসের (১৭৫৯—১৮৩৯)। ওঁর পর আর্নস্ট কার্টিয়াস নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘ গবেষণার পর ১৮৫২ সালের ১০ জানুয়ারি বার্লিনে বক্তৃতা দিলেন প্রাচীন ওলিম্পিক গেমস সম্পর্কে। ওই বক্তৃতায় সবচেয়ে অনুপ্রাণিত হল গ্রীস। মেজর ইউয়ানজেলিস জাপাস-এর সংগঠনায় হল প্রথম

প্যান হেলেনিক গেমস। ওলিম্পিক্সের অনুকরণে হলেও সেটি ছিল জাতীয় ব্যাপার মাত্র। প্যান হেলেনিক গেমস হল ১৮৭০, ১৮৭৫, ১৮৮৮, ১৮৮৯-এ এবং আকৃষ্ট হল অন্যান্য দেশ। ফরাসী সরকারকে সম্ভবত সর্বাধিক মুগ্ধ করে ওই প্রতিযোগিতা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক তরুণকে তাঁরা বিভিন্ন দেশে পাঠালেন শরীর চর্চা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য। তিনি গেলেন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে। আধুনিক ওলিম্পিক্সের জনক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন উপলব্ধি করলেন শিক্ষা ও খেলাধূলা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার। আর এই কাজকে রূপ দেওয়া সম্ভব যদি প্রাচীন ওলিম্পিক্সের পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায়। যেখানে তিনি গেলেন, সেখানেই বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জন তাঁকে উৎসাহিত করলেন, সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও পেলেন।

১৮৯২-এর ২৫ নভেম্বর প্যারিসের সরবন-এ এক জনসভায় ঘোষণা করলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। হাজার হাজার মানুষ বিপুলভাবে স্বাগত জানালেন ওলিম্পিক্সের পুনরুজ্জীবনকে। সরবনের হল অফ সায়েন্সে ১৩-টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও ২১-টি দেশের শুভেচ্ছা নিয়ে ১৮৯৪-এর ১৬ থেকে ২৩ জুন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন করলেন। স্থির হল প্রতি চার বছর অন্তর প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণে ওলিম্পিক্স হবে। আমন্ত্রণ জানানো হবে প্রতিটি দেশকে।

কুবার্তিন চেয়েছিলেন প্রথম গেমস প্যারিসে হোক। কিন্তু গ্রীসের প্রতিনিধি দাবি করলেন, যেহেতু প্রাচীন ওলিম্পিক্সের উদ্গাতা গ্রীস, তাই আধুনিক গেমসেরও প্রথম দায়িত্ব আমাদেরই দেওয়া হোক। এ নিয়ে আর আপত্তি ওঠে নি। বারোটি দেশের প্রতিনিধিকে নিয়ে শক্তিশালী কমিটি হল যার নাম আজ বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি, সংক্ষেপে আই, ও, সি। ১৫০৩ বছর বন্ধের পর ওলিম্পিক্স হল ১৮৯৬-এর ৫ এপ্রিল এথেন্সে। প্যারিস সম্মেলনে ৩৪টি দেশের প্রতিশ্রুতি বা সমর্থন থাকলেও প্রথম ওলিম্পিক্সে এলেন বারোটি দেশের খেলোয়াড়রা। কম দেশ, কম প্রতিযোগী সমবেত হলেও বিশ্বমৈত্রীর এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

ওলিম্পিক্সে ভারত

পদক জয় নয়, ওলিম্পিক্সে অংশগ্রহণই বড় কথা। মূল কথা ওলিম্পিক্সের মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। এ নিয়ে প্রশ্নও ওঠে, 'অংশগ্রহণই' যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তা হলে দল নির্বাচনে এত কড়াকড়ি কেন? খেলোয়াড়দের জন্য কেন এত কোচিং ক্যাম্প? কেনই বা আমাদের ছেলেমেয়েরা দৌড়ে সর্বশেষ স্থান পেলে, হকিতে সোনা না জিতলে, ফুটবলে প্রাথমিক পর্যায়ে হারলে এত সমালোচনা?

আধুনিক ওলিম্পিক্সের শুরু ১৮৯৬-এ। পরাধীন ভারতে ওলিম্পিক-ধারণা কেমন ছিল জানি না। তবে ওলিম্পিক গেমস নিয়ে ভারতবাসী সচেতন হন ১৯২৮-এ। সেইবারই ভারত প্রথম সোনা জেতে। আমস্টার্ডাম থেকে ভারত হকিতে সোনা জিতে ফিরেছিল। তবে সরকারীভাবে ভারত ওলিম্পিক্সে যোগ দেয় ১৯২০-তে এন্টোয়ার্পে।

১৯২০ থেকে ১৯৮০-তে মস্কো পর্যন্ত এই দীর্ঘ ষাট বছরে আমরা কি পেয়েছি বা কি পাইনি—এর হিসাব মেলাতে বসলে দেখা যাবে হকির বাইরে পদক এসেছে মাত্র একটি—কুস্তিতে। কে, ডি, যাদব ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিক্সে ফ্রি-স্টাইলের কুস্তিতে ব্যান্টমওয়েটে একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তৃতীয় হয়ে। হকি নিয়ে আজ আমরা তেমন গর্ব আর করতে পারি না—যদিও ১৯৮০-তে মস্কো ওলিম্পিক্সে ভারত সোনা পুনরুদ্ধার করেছে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তবে আজও আমাদের রেকর্ড বলতে গেলে ওই হকিতেই। আমস্টার্ডাম থেকে মেলবোর্ন পর্যন্ত ১৯২৮ (আমস্টার্ডাম), ১৯৩২ (লস এঞ্জেলেস), ১৯৩৬ (বার্লিন), ১৯৪৮ (লন্ডন), ১৯৫২ (হেলসিংকি), ১৯৫৬ (মেলবোর্ন) একটানা ভারত হকিতে সোনা জিতেছিল। যুদ্ধের জন্য যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪-এ গেমস হয়নি।

১৯৬০-এ রোমে রূপো, ১৯৬৪-তে টোকিওয় আবার সোনা, ১৯৬৮-তে মেক্সিকোয় ও ১৯৭২-এ মিউনিখে তৃতীয় অর্থাৎ ব্রোঞ্জ। ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়লে ভারতের স্থান ছিল সপ্তম। ১৯৮০-তে মস্কোয় আবার সোনা।

হকি ও কুস্তিতে পদক পেলেও ওলিম্পিকে ভারতের আরও কিছু ভাল ফল আছে। ওলিম্পিক্সের রেকর্ড বই খুললে দেখা যাবে ১৯০০-র (প্যারিস)

ওলিম্পিক্সে ২০০ মিটার দৌড়ে পুরুষ বিভাগে নরম্যান প্রিচার্ড রূপো জিতেছিলেন। তাঁর নামের পাশে 'ইন্ডিয়া' লেখা আছে। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র নরম্যান ভারতের নাগরিক রূপেই ওলিম্পিক্সে অংশ নেন। সেবার অবশ্য ভারতীয় দল নামে কিছুই যায়নি। ওলিম্পিক্সের পদক তালিকায় নাম না থাকলেও রেকর্ড বইয়ে কয়েকজন ভারতীয়র নাম রয়েছে। ১৯৬০-এ রোম ওলিম্পিক্সে ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং চতুর্থ হলেও (৪৫·৬ সেকেন্ড) আগের বারের রেকর্ড (৪৬.৭ সেকেন্ড) ভেঙেছিলেন। ১৯৬৪-তে টোকিওয় গুরবচন সিং ১১০ মিটার হার্ডলসে পঞ্চম হন। ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়লে শ্রীরাম সিং ও শিবনাথ সিং পদক না পেলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

সরকারীভাবে ওলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের ষাট বছরের ইতিহাসে ভারত নিঃসন্দেহে এই মহান প্রতিযোগিতার আদর্শে বিশ্বাসী। ওলিম্পিক্সের মন্ত্র —তুরীয়ান (সিটিয়াস) তুঙ্গীয়ান (অলটিয়াস), তেজীয়ান (ফর্টিয়াস)—অর্থাৎ আরও জোরে দৌড়তে হবে, আরও উপরে উঠতে হবে, আরও শক্তির পরিচয় দিতে হবে—এসবে সকলে উদ্বুদ্ধ হইনি। আমাদের জীবনের সঙ্গে খেলা একাকার হয়নি বলেই বোধ হয় এত বড় দেশ, এত বিপুল জনসংখ্যার দেশ আজও তেমন কিছু করতে পারছে না।

এশিয়ান গেমস—ওলিম্পিক্সের আদর্শেই

এশিয়ান গেমসকে এখন বলা হয় এশিয়ান ওলিম্পিক্স, কেউ বলেন মিনি ওলিম্পিক গেমস। সন্দেহ নেই ওলিম্পিক্সের আদর্শই এশিয়াডেরও আদর্শ--সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফর্টিয়াস।

১৯১৩, এই বছর শুরু হয় ফার ইস্টার্ন গেমস। এশিয়ার কয়েকটি দেশকে একত্র করে খেলাধুলার বড় ধরণের উৎসব এশিয়া মহাদেশে এই প্রথম। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় এল জাপান ও চীন। উদ্যোক্তা ফিলিপিন্স তো ছিলই। ফার ইস্টার্ন গেমস ১৯১৫-য় হল চীনে। ১৯১৭-য় জাপানে। ১৯৩০ পর্যন্ত হল দুবছর অন্তর। তারপর স্থির হয় দুবছর পরে নয়, গেমস হবে চার বছর পরে পরে। ঠিক হয় ভারতকেও ডাকা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামার মধ্যে খেলাধুলার উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধশেষে এশিয়ার কয়েকটি দেশ আরও আগ্রহ নিয়ে মিলিত হল। সকলেই বললেন, ফার ইস্টার্ন গেমস আবার শুরু হোক, হোক আরও বড় আকারে। এশিয়ার সব দেশ অংশ নিক।

ভারত থেকে এই এশীয় ক্রীড়া উৎসবের পুরোধারূপে দেখা দেন গুরু দত্ত সোন্ধি। দিল্লীতে ১৯৪৭-এ এশীয় দেশসমূহের এক সম্মেলন—এশিয়ান রিলেশন্স কন্ফারেন্সে শিক্ষাবিদ্ সোন্ধি বললেন, এশিয়ার জাতিসমূহকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে এর চাইতে বড় মাধ্যম আর নেই। গুরু দত্ত সোন্ধির এই বক্তব্যকে সকলের আগে সমর্থন জানালেন বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। নেহরুজী বললেন, ফার ইস্টার্ন গেমস নয় —এর নাম হোক এশিয়ান গেমস। ১৯৪৮-এর ৮ আগস্ট নয়াদিল্লীতে গুরুত্ব-পূর্ণ বৈঠকে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া আর ফিলিপিনসের প্রতিনিধিরা গড়লেন এশিয়ান গেমস ফেডারেশন। তৈরী হল নিয়ম কানুন। কিছুদিন পরে দিল্লীতেই দ্বিতীয় বৈঠকে এলেন বর্মা, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ফিলি-পিনসের প্রতিনিধি। ওই চারদেশ ও ভারতের প্রতিনিধি সংবিধান তৈরী করলেন। এশিয়ান গেমস সরকারী রূপ পেল।

স্থির হয় ১৯৫০-এ প্রথম এশিয়ান গেমস করবে ভারত। নেহরুজীর সক্রিয় সমর্থনে গুরু দত্ত সোন্ধি অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। কিন্তু অত দ্রুত এত বড় একটি ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন সম্ভব হয়নি—যদিও ১৯৪৮-এ লন্ডন ওলিম্পিক্‌সে গিয়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এশিয়ান গেমস নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথাও বলেন। এক বছর পর অর্থাৎ গেমস ১৯৫১-য় করার সিদ্ধান্ত হল শেষ পর্যন্ত।

প্রথম এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৫১ নয়াদিল্লী

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উৎসাহ এবং সব রকম সাহায্যেই প্রথম এশিয়ান গেমস হয়। খেলাধুলার আয়োজনে তিনি সরকারের প্রতিটি দফতরকেই একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেন। বলাবাহুল্য খেলাধুলা আমাদের সরকারী দফতরে এমন অগ্রাধিকার পেতে পারে, তা কেউ ভাবতেই পারেননি। পঞ্চশীল, জোটনিরপেক্ষতা, বিশ্বশান্তি—পরবর্তীকালে নেহরু-জীর এই সব কর্মধারার পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটেছিল ৪ থেকে ১১ মার্চ নয়াদিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসে। আটদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা এশিয়ার প্রতিটি দেশে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

গেমসের উদ্যোগ এবং একে রূপায়ণ করতে তিনজনের অবদান অবি-স্মরণীয়। ওঁরা তিনজন ঃ এশিয়ান গেমস কার্য নির্বাহক সমিতির চেয়ারম্যান জি, ডি, সোন্ধি, সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং এবং গেমসের ডাইরেক্টর অ্যান্টনি ডি মেলো।

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বর্ণাঢ্য পরিবেশে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশের কয়েকশ খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে ৪ মার্চ বিকালে আট দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন সকলের হর্ষধ্বনি ও বর্ণাঢ্য পরিবেশে। প্রথম এশিয়াডে অংশ নেয় আফগানিস্থান, বর্মা, সিংহল, ইন্দো-নেশিয়া, ইরান, জাপান, নেপাল, ফিলিপিনস্, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভারত। একে একে এরা মার্চ পাস্ট করতে করতে রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানান। ওলিম্পিক্সের অনুকরণেই আটদিনের জন্য গেমসের পূতাগ্নি জ্বালিয়ে দেন ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের ওলিম্পিক্সে ভারতের অ্যাথলিট—ব্রড জাম্পার ৫৩ বছর বয়সী ব্রিগেডিয়ার দলীপ সিং।

আজকের মত উনিশ কুড়ি বা একুশটি ইভেন্ট তখন ছিল না। প্রথম এশিয়াডে ছিল অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, বাস্কেটবল, ভারোত্তোলন, সাইক্লিং, সাঁতার ও ওয়াটারপোলো। অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক ও ফিল্ডে ভারতের পুরুষ ছিলেন ৪৯ জন ও মেয়ে ১৪ জন। বাস্কেটবলে ১৬, সাইক্লিং-এ ১৮, সাঁতারে ১৪, ওয়াটারপোলোয় ২৩ জন প্রতিযোগী। শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে ফুটবল দলে ছিলেন ঃ এস নন্দী, এস মেওয়ালাল, রুণু গুহঠাকুরতা, পি বি এ সালে,

এস ভেংকটেশ, আমেদ খাঁ, সাত্তার, লতিফ, চন্দন সিং, প্যাপেন, সম্মুগম, আজিজ, নুর, ভরদ্বাজ, অ্যান্টনি, সুনীল চ্যাটার্জি, অভয় ঘোষ, বচন, লোকনাথন, জোন্স ও লায়েক।

অ্যাথলেটিক্‌সে ভারতের মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষরা বেশী সফল হল। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে লেভি পিন্টো শুধু প্রথম নন, এশিয়ার দ্রুততম হন। সোনা জেতেন ৮০০ মিটার দৌড়ে রঞ্জিত সিং, ১৫০০ মিটার দৌড়ে নিক্কা সিং, ৫ হাজার মিটার হাঁটায় বক্তোয়ার সিং, ১০ হাজার মিটার হাঁটায় মহাবীর প্রসাদ, ম্যারাথনে ছোটা সিং, ডিসকাসে মাখন সিং, শটপাটে মদনলাল। ৪×৪০০ মিটার রিলেতেও সোনা এল। মেয়েদের মধ্যে ১০০ মিটারে রোশন মিস্ত্রী রুপো, ২০০ মিটারে এম ডি সুজা ব্রোঞ্জ, হাইজাম্পে এম সিমোজ ব্রোঞ্জ, ব্রড জাম্পে এস গান্টলেট ব্রোঞ্জ, শটপাটে বারবারা ওয়েবস্টার ব্রোঞ্জ, ৪×১০০ মিটার রিলেতে রুপো জেতে।

তবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সবচেয়ে সফল ছিল জাপান। ও দেশের মেয়েরাই জেতে সর্বাধিক পদক। বাঁ হাতে জ্যাভেলিন ছুড়ে, শটপাট ও ডিসকাসে তিনটি সোনা জিতে সারা এশিয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন জাপানের স্কুল শিক্ষিকা যোশিনো।

মোট পয়েন্টে অ্যাথলেটিক্‌সে জাপান ছিল সকলের উপরে—১৬৮। দ্বিতীয় ভারত—১১৬। তারপর ইরান—৫৬, সিংগাপুর—৩৫, ফিলিপিনস—৩৩, ইন্দোনেশিয়া—৪, বর্মা—৩, সিংহল—৩।

তখন এশিয়ায় ফুটবলে ভারতকে কেউ হারাতে পারত না। জাপান, বর্মা, ইরান, আফগানিস্থান, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত এই ছয় দেশের প্রতিযোগিতায় ভারত ৩-০ গোলে প্রথমে হারায় ইন্দোনেশিয়াকে। গোল করেন মেওয়ালাল—২ ও ভেংকটেশ। একদিকে ইরান ২-০ গোলে বর্মাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। ইরান সেমিফাইনালে খেলে জাপানের সঙ্গে। প্রথম দিন ০-০ ফল হওয়ায় দ্বিতীয় দিন খেলা হল এবং ইরান ৩-২ জিতল। ভারত সেমিফাইনালে ৩-০য় আফগানিস্তানকে হারায় ভেংকটেশ, মেওয়ালাল ও এস নন্দীর গোলে। ফাইনালে ভারত ঃ ইরান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। প্রথমার্ধ ছিল ০-০। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে মেওয়ালালের গোলে ভারত এগিয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত ভারত জিতল ওই ১-০-য়। ফাইনালে খেলেন অ্যান্টনি, শৈলেন মান্না (অধিনায়ক) ও প্যাপেন। লতিফ, চন্দন সিং ও নুর। ভেংকটেশ, রুণু গুহঠাকুরতা, মেওয়ালাল, আমেদ ও এস নন্দী। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় জাপান ২-০ জেতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।

সাতারের বিভিন্ন ইভেন্টে জাপানের সাফল্যই বেশী ছিল। তবে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে শচীন নাগ প্রথম হয়ে সোনা জিতলেন। রুপো জয়ী সিঙ্গাপুরের ডবলিউ ওয়াস্টার্স এবং শ্রীনাগের সমান সময় ১ মিনিট ৪·৭ সেকেন্ড হয়, কিন্তু চিফ জাজ জাপানের ইকোকু মাৎসুজাওয়া ভারতের প্রতিনিধিকেই বিজয়ী ঘোষণা করেন। সাঁতারে ভারতের প্রতিনিধিরা পান সোনা ৩, রুপো ২ ও ব্রোঞ্জ ৩-টি। ওয়াটারপোলোয় ছিল মাত্র দুটি দেশ। ৬-৪ গোলে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে ভারত জিতল সোনা।

প্রথম এশিয়ান গেমসে বডিবিল্ডিং-ও ছিল এবং ভারতের পরিমল রায় সোনা জেতেন শ্রেষ্ঠদেহী বিবেচিত হওয়ায়। বাকি খেলাগুলির মধ্যে ফিলিপিনস সফল হয় বাস্কেটবলে, ইরান ভারোত্তোলনে এবং জাপান সাইক্লিংয়ে।

১১ মার্চ বিকালে পূতাগ্নি নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল প্রথম এশিয়ান গেমস।

দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৫৪ ম্যানিলা

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চার বছর পরে দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস হল ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলায় ১৯৫৪-য়। রিজাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে ১৮টি দেশের এক হাজারেরও বেশী প্রতিযোগীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন হল দ্বিতীয় এশীয় 'ওলিম্পিক্সের'। এবারের প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য ঃ কুস্তি, বক্সিং এবং শ্যুটিংকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন হল, তেমনি আকৃষ্ট হলেন দর্শকরাও। তবে প্রথম এশিয়ান গেমসের অন্যতম ইভেন্ট সাইক্লিংকে এবার বাদ দেওয়া হল।

ম্যানিলায় এল অনেক 'নতুন' দেশও। অংশ নেয় আফগানিস্থান, বর্মা, কম্বোডিয়া, সিংহল, জাতীয়বাদী চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইজরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়, উত্তর বোর্নিও, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং উদ্যোক্তা ফিলিপিনস।

বিভিন্ন খেলায় ভারতের ফল এবার ভাল হল না। প্রথম গেমসের তুলনায় ভারতের ছেলেমেয়েরা অনেকটা ব্যর্থই হলেন। সবচেয়ে ব্যর্থ দলগত খেলা-গুলিতে। বাস্কেটবল, ফুটবলে প্রথম তিনের মধ্যে স্থান হল না। ব্যক্তিগত ইভেন্ট—কুস্তি, শুটিং, বক্সিং, ভারোত্তোলন, সাঁতারেও ফল হতাশকর। সম্মান বা পদক যা এল, তা শুধু অ্যাথলেটিক্সে। মোট পয়েন্টে জাপান ছিল শীর্ষে ৩৮৭, দ্বিতীয় ভারত ১৪১, তৃতীয় ফিলিপিনস ৮৩, চতুর্থ চীন ৫৮, পঞ্চম দক্ষিণ কোরিয়া ৪০, ষষ্ঠ সিঙ্গাপুর ১৯। সোনাও জেতে জাপান সর্বাধিক ৩৮টি, ফিলিপিনস ১৪টি, দক্ষিণ কোরিয়া ৮টি এবং ভারত ৫টি। ভারতের সোনা আসে ডিসকাস ও শটপাটে পর্দুমন সিং, হাইজাম্পে অজিত সিং, ১১০ মিটার হার্ডলসে সরোয়ান সিং, এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে ক্রিস্টি ব্রাউন, স্টেফি ডি সুজা, ভায়োলেট পিটার্স ও মেরি ডি সুজা।

দলগতভাবে বিভিন্ন খেলায় প্রথম তিনের মধ্যে স্থান হল ঃ

কুস্তি—জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপিনস।

শুটিং—ফিলিপিনস, জাপান, ইজরায়েল।

বাস্কেটবল—ফিলিপিনস, চীন, জাপান।

বক্সিং—ফিলিপিনস, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া।

ভারোত্তোলন—দক্ষিণ কোরিয়া, বর্মা, চীন।

সাঁতার—জাপান, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর।

ওয়াটারপোলো—সিঙ্গাপুর, জাপান, ইন্দোনেশিয়া।

এবার ফুটবলে এল ১২-টি দেশ। চারটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ খেলা হল। বিভিন্ন গ্রুপে ছিল ঃ

এ—চীন (চিয়াং), ভিয়েতনাম, ফিলিপিনস।

বি—সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, বর্মা।

সি—জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত।

ডি—কোরিয়া, হংকং, আফগানিস্থান।

গ্রুপ লীগে চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে নক আউট প্রথায় সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়। লীগের প্রথম খেলায় ভারত ৩-২ গোলে জাপানকে হারালেও দ্বিতীয় খেলায় ইন্দোনেশিয়া ৪-০ গোলে হারায় ভারতকে। দুর্ভাগ্য নক আউট পর্যায়েও পেঁছতে পারেনি প্রথম বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। অথচ ভারতের সেরা তারকা সমাবেশই ঘটেছিল। দলে ছিলেন ঃ গোলে—সনৎ শেঠ ও সঞ্জীব। ব্যাকে—শৈলেন মান্না (অধিনায়ক), আজিজ, প্যাপেন ও মুথু। হাফব্যাকে—গোকুল, চন্দন সিং, অমল দত্ত, প্যাট্রিক ও নুর। ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আমেদ, ব্রাগাঞ্জা, কিট্টু, মইন, ডি'সা ও জয়রামন।

তৃতীয় এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৫৮ টোকিও

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপান শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যায় প্রভূত উন্নত হয়েছে। বিজ্ঞানকে সাথী করে তারা কিভাবে এগিয়ে চলেছে অন্যান্য দিকেও, তারই কিছু নজির তুলে ধরতে চেয়েছিল সম্ভবত খেলার মাঠেও। তা ছাড়া ছয় বছর পরে ১৯৬৪-তে টোকিওতে করতে চলেছে ওলিম্পিক্স গেমস। বলাবাহুল্য এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব নেওয়া তারই প্রাথমিক প্রস্তুতি। আধুনিক সমস্ত রকম আয়োজন হল ২৪ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত এশিয়ান গেমসের জন্য। তৈরী হল নতুন স্টেডিয়াম, নতুন রিং, নতুন কোর্ট, নতুন সাঁতার পুল, নতুন রাইফেল রেঞ্জ। মূল স্টেডিয়ামের জন্য ব্যয় হল দেড়কোটি টাকা, আচ্ছাদিত সাঁতার পুলের জন্য এক কোটি টাকা।

১৯ টি দেশের দেড়হাজার প্রতিযোগী এলেন টোকিওয়। এই প্রথম হকি অন্তর্ভূক্ত হল এশিয়াডে। মোট খেলা হল ১৫ রকমের। প্রতিযোগী দেড় হাজারের কাছাকাছি। ভারত অংশ নিল অ্যাথলেটিক্স, হকি, ফুটবল, ভলিবল ও বক্সিং-এ।

ম্যানিলায় জাপান শীর্ষে ছিল, নিজের মাটিতে তারা আরও সফল হল। তারা এত কৃতিত্বের অধিকারী হয় নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ও আধুনিকতম সমস্ত রকম সুযোগ গ্রহণের দ্বারা। ওরা সর্বাধিক সফল হয় জলের বিভিন্ন ইভেন্টে। সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলোর ২৬টি সোনার মধ্যে জাপান পেল ২৫টি সোনা। ভারত অ্যাথলেটিক্সে ৫টি সোনা জেতে। পায় দুটি রূপো ও দুটি ব্রোঞ্জ। বক্সিং-এ একটি রূপো ও একটি ব্রোঞ্জ। হকিতে রূপো এবং ভলিবলে ব্রোঞ্জ। হকিতে ভারত এই প্রথম হারল পাকিস্তানের কাছে।

অ্যাথলেটিক্সের সোনাগুলি এনে দেন ঃ ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং। হপস্টেপ জাম্পে মহীন্দর সিং, ডিসকাসে বলাকার সিং এবং শটপাটে পর্দুমন সিং। অ্যাথলেটিক্সে বাকি পদকগুলি পান ঃ মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ে স্টেফি ডি সুজা রূপো, জ্যাভেলিনে এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট ব্রোঞ্জ ৪ × ১০০ মিটার রিলেতে ব্রোঞ্জ।

এশিয়ান গেমসের প্রথম হকি প্রতিযোগিতায় এল পাঁচটি দেশ—পাকিস্তান, ভারত, জাপান, মালয় ও দক্ষিণ কোরিয়া। খেলা হয় লীগ প্রথায়। খেলায় ভারতের ফল—ভারত-৮ ঃ জাপান-০ ভারত-২ ঃ দক্ষিণ কোরিয়া-১। ভারত-৬ মালয়-০। ভারত-০ ঃ পাকিস্তান-০। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জেতে ও একটিতে ড্র করে। অর্থাৎ পয়েন্টও উভয়ের সমান—সাত।

ভারত গোল দিয়েছিল ১৭-টি ও গোল খায় ১টি। পাকিস্তান গোল করে ১৯-টি। তারা একটিও গোল খায়নি। তাই গোলের গড়ে তারা সোনা জেতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। অর্থাৎ ত্রিশ বছরের আন্তর্জাতিক হকি ইতিহাসে ভারত এই প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নেমে গেল।

ভারতের পক্ষে বিভিন্ন ম্যাচে খেলেন ঃ গোল—দেশমুখ ও এস লক্ষ্মণ। ব্যাক—বালকিষেণ সিং, ইয়াকুব, বকশিস সিং ও সুরজিৎ সিং। হাফব্যাক—ক্লডিয়াস, জগজিৎ সিং, রতি ও গুরসেবক সিং। ফরওয়ার্ড—কালের, বলবীর সিং (বড়—অধিনায়ক), উধম সিং, গুরদেব সিং, পিটার, বলবীর সিং (ছোট) ও এন আর চ্যবন।

ফুটবলে এল ১৪-টি দেশ। খেলা হল প্রথমে চারিটি গ্রুপের মধ্যে লীগ ও পরে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের নিয়ে নক আউট। বিভিন্নগ্রুপে ছিল ঃ 'এ'—চীন, মালয়, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তান। 'বি'—ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও বর্মা 'সি'—হংকং, ফিলিপিনস ও জাপান। 'ডি'—দক্ষিণ কোরিয়া, সিংগাপুর, ইজরায়েল ও ইরান।

ভারত মোট পাঁচটি খেলার মধ্যে তিনটিতে হারে ও দুটিতে জেতে। গ্রুপ লীগে ভারত ৩-২ হারায় বর্মাকে। কিন্তু হারে ইন্দোনেশিয়ার কাছে। 'বি' গ্রুপে তিন দলের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ রানার্স হয়ে ওঠে কোয়ার্টার ফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত ৫-২ গোলে হারায় হংকং কে কিন্তু সেমিফাইনালে শোচনীয় পরাজয় ঘটল দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ১-৩ এ। এরপর তৃতীয় স্থান অর্থাৎ ব্রোঞ্জ প্রাপ্তি নির্ণয়ক খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে আবার পরাজয় ঘটল, এবার ৪-১ গোলে।

ভারতীয় দলে ছিলেন ঃ গোল—থংগরাজ ও এস নারায়ণ। ব্যাক—আজিজ (অধিনায়ক), লতিফ ও সালাম। হাফব্যাক—কেম্পিয়া, বীরবাহাদুর, আমেদ হোসেন, নিখিল নন্দী ও নুর। ফরোয়ার্ড—প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, দামোদরণ, রহমতুল্লা, বলরাম, কান্নন ও পবিত্রণ।

তৃতীয় এশিয়ান গেমসে ভলিবলের প্রতিযোগিতা অনেককে অবাক করে। পৃথকভাবে দুটি প্রতিযোগিতা হল। একটিতে ছয়জনের দল নিয়ে, আর একটি নয় জনের দলের। ভারত খেলে ছয়জনের দলের প্রতিযোগিতায়। ভারত জিতল হংকং ও ফিলিপিনসের বিরুদ্ধে কিন্তু হারে ইরান ও জাপানের কাছে। তবে পয়েন্টের হিসাবে ব্রোঞ্জ জিতল।

বক্সিংএ ভারত তিনটি ওয়েট গ্রুপে অংশ নিয়ে দুটি পদক জেতে। মিডল-ওয়েটে হরি সিং রুপো ও লাইট ওয়েটে সুন্দর রাও ব্রোঞ্জ। ওয়েল্টার ওয়েটে রঙ্গনাথনের ফল ভাল হয়নি।

পদক প্রাপ্তির হিসাব

	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপিনস	৮	১৯	২১
দক্ষিণ কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরান	৭	১৪	১১
চীন (চিয়াং)	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	১৯
ভারত	৫	৪	৪

চতুর্থ এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৬২ জাকার্তা

ওলিম্পিক্সের আদর্শেই এশিয়ান গেমসের সূচনা। খেলাধূলা ভ্রাতৃত্ববোধ জাগায়, মৈত্রী দৃঢ় করে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান গেমসকে কেন্দ্র করে নানা অশান্তি দেখা দিল। ইন্দোনেশিয়া সরকার গেমস শুরুর কিছুদিন আগে ঘোষণা করেন—চীন (চিয়াং) ও ইজরায়েলকে গেমসে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। নানাদেশ এটাকে ভাল চোখে দেখেনি। আন্তর্জাতিক অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন প্রবল আপত্তি করে বলল—এশিয়ান গেমসে তাদের অনুমোদন প্রত্যাহৃত হল—যেহেতু তাদের দুই সদস্য চীন ও ইজরায়েলকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও যেসব সদস্যদেশ অ্যাথলেটিক্সে অংশ নেবে তাদের সদস্যপদ বাতিল করা হবে। আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশন আরও কঠোর ব্যবস্থা নিল। তারা প্রতিযোগিতা থেকে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় জাকার্তায় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতাই হল না। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অসন্তুষ্ট হলেও প্রতিবাদ জানাননি। ইন্দোনেশীয় সরকারের হস্তক্ষেপে গেমসের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে, খেলার মাঠে রাজনীতির প্রবেশ ঘটছে দেখে এশিয়ান গেমসের পথিকৃৎ এবং এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারতের গুরুদত্ত সোন্ধি প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তিনি বলেন, সরকারী সিদ্ধান্ত গেমসের গুরুত্ব নষ্ট করে দিচ্ছে। বিভিন্ন খেলায় যদি অনেক দেশ না আসে, তা হলে একে আর 'এশীয়' আখ্যা দেওয়া যাবে না। বরং বলা হোক 'জাকার্তা গেমস'। সোন্ধির এসব কথা ইন্দোনেশিয়ার খবরের কাগজে বেরোতেই জাকার্তায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল। বিক্ষোভের ঢেউ দিল্লীতেও পৌঁছল। ভারত-ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কেও চিড় ধরার আশংকা হল। পার্লামেন্টের সদস্যদের দাবিতে সমস্ত ঘটনার উল্লেখে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিবৃতি দিলেন। তবুও জাকার্তায় ভারত বিরোধী বিক্ষোভ কমেনি। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নেমেছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে, শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। দাবি উঠল, 'গো ব্যাক সোন্ধি'। বাধ্য হয়ে গেমস সমাপ্তির অনেক আগেই গেমসের প্রবর্তক স্বদেশে ফিরলেন।

চতুর্থ এশিয়াডে অংশ নেয় কম্বোডিয়া, বর্মা, সিংহল, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়, উত্তর বোর্নিও, পাকিস্তান,

ফিলিপিনস, সারোয়াক, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের দেড় হাজার প্রতিযোগী।

প্রতিযোগিতা হয়—অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটার পোলো, ফুটবল, হকি, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, টেবল টেনিস, সাইক্লিং, শ্যুটিং, বকসিং, কুস্তি, জুডো ও তীরন্দাজীতে। এবারের নতুন গেমস জুডো ও তীরন্দাজী। ভারত অংশ নেয় অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, হকি, ভলিবল, বকসিং, কুস্তি ও শ্যুটিং-এ। ভারোত্তোলনে দল পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতা হয়নি।

ভারত পদক জিতল সোনা ১১, রুপো ১৩ ও ব্রোঞ্জ ১০। সোনা অ্যাথলেটিক্সে ৫, ফুটবলে ১, বকসিং-এ ২ ও কুস্তিতে ৩টি। রুপো কুস্তিতে ৬, অ্যাথলেটিক্স ৫ এবং হকি ও ভলিবলে একটি করে। ব্রোঞ্জ অ্যাথলেটিক্সে ৪, কুস্তিতে ৩, বকসিং-এ ২ এবং শ্যুটিং-এ ১।

অ্যাথলেটিক্সে জাপান এবারও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাল। ৩২টি ইভেন্টে মোট ২২টি রেকর্ড হল, এর ১১টি জাপানের পুরুষ ও মেয়েদের। তারা সোনা জেতে ১৮ টিতে। ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিক কৃতিত্ব ইন্দোনেশিয়ার মেয়ে মোনা সুলেম্যানের। তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার রেকর্ড করলেন। মোনা সোনা জেতেন তিনটি ও একটি ব্রোঞ্জ। ভারত রেকর্ড করে চারটিতে। সোনা আনলেন ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং (রেকর্ড), ১৫০০ মিটার দৌড়ে মহীন্দর সিং (রেকর্ড), ১০ হাজার মিটার দৌড়ে তারলোক সিং (রেকর্ড), এবং ৪×৪০০ মিটার রিলেতে। অ্যাথলেটিক্সের কঠিনতম ইভেন্ট ডেকাথলনে সোনা জিতে গুরবচন সিং অলরাউন্ডারের খ্যাতি পেলেন। ৪০০ ও ১৫০০ মিটারের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ দুটি সোনা ও দুটি রুপো ছিল ভারতের। একমাত্র মেয়ে ডেভেন-পোর্ট ব্রোঞ্জ পান জ্যাভেলিনে। ভারতের সর্বাধিক কৃতিত্ব কিন্তু বকসিং ও কুস্তিতে। প্রত্যেক প্রতিযোগীই পদক জেতেন। বকসিং-এর লাইটওয়েটে পদম বাহাদুর মল্ল চ্যাম্পিয়ন তো হলেনই, তাঁকে এশিয়ার সেরা বকসার নির্বাচিত করে অতিরিক্ত একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হল। কুস্তিতে সোনা জেতেন ফ্লাইওয়েটে মালোয়া, লাইটহেভিওয়েটে মারুতিমানে এবং হেভিওয়েটে জি আন্দলকর।

গত দুটি এশিয়াডের ফুটবলে ভারত ছিল ব্যর্থ। এবার সেই দুর্নাম আর রইল না চ্যাম্পিয়ন হওয়ায়। খেলা হল লীগ ও নক আউট প্রথায়। 'এ গ্রুপে ছিল ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মালয় ও ফিলিপিনস। 'বি' গ্রুপে থাইল্যান্ড, জাপান, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া। লীগের ফল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া ২-০ হারায় ভারতকে। ভারত ৪-০ হারায় থাইল্যান্ডকে পি কে ব্যানার্জি ২, চুনী গোস্বামী ও বলরামের গোলে। ভারত ২-০ হারায় জাপানকে পি কে ও বলরামের গোলে। সেমি

ফাইনালে ভারত ৩-২ হারায় ভিয়েতনামকে চুনী গোস্বামী ২ ও জার্নেল সিং-এর গোলে। ফাইনালে ভারত ২-১ জিতল পি কে ও জার্নেলের গোলে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। তৃতীয় ও চতুর্থ হল যথাক্রমে মালয় ও ভিয়েতনাম। ভারতীয় দলে ছিলেন ঃ গোলে—প্রদ্যোত বর্মণ ও থঙ্গরাজ। ব্যাকে—চন্দ্রশেখর, ত্রিলোক সিং, অরুণ ঘোষ ও জার্নেল সিং। হাফব্যাকে—ফ্রাঙ্কো, রামবাহাদুর ও প্রশান্ত সিংহ। ফরোয়ার্ডে—চুনী গোস্বামী (অধিনায়ক), প্রদীপ ব্যানার্জি, বলরাম, অরুময়, এখিরাজ, ইউসুফ ও আফজল।

হকিতে ভারত এবারও ব্যর্থ হল। লীগে ভারত জিতল ৩-০ মালয়ের বিরুদ্ধে, ৪-০ হংকং এর বিরুদ্ধে, ৫-০ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। জিতল সেমিফাইনালে ৭-০ জাপানের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফাইনালে পরাজয় ঘটল পাকিস্তানের কাছে ০-২ গোলে। হকিদলে ছিলেন ঃ গুরদেব সিং (অধিনায়ক) যোগীন্দর সিং, শংকর, লক্ষ্মণ, পিয়ারা সিং, দেশমুখ, বান্দু প্যাটেল, অ্যান্টিক, নির্মল, হামিদ, সেবাস্টিয়ান, আরমন, ঝমনলাল, পৃথিবপাল সিং, চরণজিত সিং গুরমিত সিং, মদনমোহন সিং ও দর্শন সিং।

পদকের খতিয়ানে এবারও জাপান শীর্ষে। সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ যথাক্রমে ৭৩-৫৬-২৩। ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় ১১-১২-২৭ এবং ভারত গতবারের তুলনায় অনেক বেশী সফল হয় যথাক্রমে ১১-১৩-১০ টি পেয়ে। কিন্তু ভারাক্রান্ত মনে দেশে ফিরল ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মন কষাকষি নিয়ে।

পঞ্চম এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৬৬ ব্যাংকক

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ৯ ডিসেম্বর বিকালে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পঞ্চম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করলেন ওদেশের রাজা ভূমিবল অতুল্যতেজ। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী প্রতিযোগিতায় ১৮টি দেশের প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও মেয়ে বিভিন্ন খেলায় অংশ নিলেন।

বিভিন্ন খেলায় ভারত থেকে কর্মকর্তা সহ দলে মোট ছিলেন ১০৫ জন। এদের মধ্যে খেলোয়াড় ৮৭ জন। হকিতে ১৮, ফুটবলে ১৮, অ্যাথলেটিক্সে ১৭, ভলিবলে ১২, কুস্তিতে ৮, ব্যাডমিন্টনে ৩, টেনিসে ৩, টেবল টেনিসে ৩, বক্সিং-এ ২, শুটিং-এ ভারোত্তোলনে ও সাঁতারে ১জন করে প্রতিযোগী ছিলেন।

শুরুতে ব্যাংককে ভারতীয় দলের যাওয়ার ব্যাপারে অচলাবস্থা দেখা দেয়। অর্থদফতর ইন্ডিয়ান ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করতে না চাওয়ার ফলেই এই অচলাবস্থা। পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াসে অবশ্য সব মিটমাট হয়ে যায়।

তবে ভারতীয় দলের ফল এবার ভাল হয়নি। অবশ্য হকি-সোনাটি জিতে আনে ভারত। জাপান এবারও সাফল্যের শীর্ষে উঠল। ওদের সর্বাধিক কৃতিত্ব সাঁতারে। ২৮টি ইভেন্টের ২৮টি সোনাই জেতেন ওদেশের পুরুষ ও মেয়েরা। অ্যাথলেটিক্সে ভারত ৫টি সোনা জেতে। প্রথম হন ভীম সিং হাইজাম্পে, বি এস বড়ুয়া ৮০০ মিটার দৌড়ে, আজমের সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে, যোগীন্দর সিং শটপাটে এবং প্রাভীন কুমার ডিসকাসে, যোগীন্দর ও প্রাভীন কুমার রেকর্ড করলেন তাঁদের ইভেন্ট দুটিতে। অ্যাথলেটিক্সে আর আসে একটি রূপো ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ। জাপান অ্যাথলেটিক্সে আবার সফল হল। ট্র্যাক ও ফিল্ডের ৩৪টি পদকের ১৮টি ওদের দখলে যায়। অ্যাথলেটিক্সে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব মালয়েশিয়ার মেয়ে মনি জেগাথেশন-এর। তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের সোনা দুটি জেতেন। ভারত কুস্তিতে একটি রূপো ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ পায়। বক্সিং-এর হেভিওয়েটে হাওয়া সিং সোনা ও ব্যান্টমে নামদেও মোরে জেতেন রূপো।

ফুটবলে ভারত ব্যর্থ হল। লীগের খেলায় প্রথম ম্যাচে ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে হারালেও পরের দুটিতে হারে জাপানের কাছে ১-২ ও ইরানের কাছে ১-৪ গোলে। বিদায় নিল ভারত লীগ পর্যায়েই। বর্মা ফুটবল সোনা জেতে ১-০ গোলে ইরানকে হারিয়ে। টেনিসে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে হারে জাপানের কাছে। অবশ্য সেরা তিনজন রামনাথন কৃষ্ণন, প্রেমজিৎলাল বা জয়দীপ মুখার্জি

খেলেননি ডেভিস কাপের জন্য ব্যস্ত থাকায়। ভলিবলে ভারত নক আউটে যায় ৩-১ ফিলিপিনসকে, ৩-০ মালয়েশিয়াকে ও ৩-০ গেমে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে। নক আউটে ইন্দোনেশিয়াকে ৩-২ হারালেও ইরানের কাছে হারল ১-৩ এবং জাপানের কাছে ০-৩ গেমে। ভারতের স্থান হল চতুর্থ।

হকির ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। এবারও গ্রুপ ভাগ করে লীগ খেলা হল এবং দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের নিয়ে নক আউট। লীগের খেলায় ভারত ১-০ হারায় মালয়েশিয়াকে, ৩-০ সিংহলকে এবং ১-০য় দক্ষিণ কোরিয়াকে। সেমিফাইনালে ৩-০ গোলে জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে ফাইনালিস্ট পাকিস্তান। ফাইনালে নির্দিষ্ট সময়ে ফল অমীমাংসিত থাকায় অতিরিক্ত সময় খেলা হল এবং পঞ্চম মিনিটে ভারত গোল করে দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলায়। ফাইনালে খেলেন ঃ শংকর লক্ষ্মণ (অধিনায়ক), গুরবক্স সিং ও পৃথিপাল, বলবীর (সার্ভিসেস) জলজিৎ ও এ ফ্রাঙ্ক; বলবীর (রেল), বলবীর (পাঞ্জাব), হরবিন্দর, ইন্দার ও তারসেম।

প্রথম পাঁচটি দেশের পদক তালিকা

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৮	৫৮	৩০
দক্ষিণ কোরিয়া	১২	১৮	২১
থাইল্যান্ড	১২	১৪	১১
মালয়েশিয়া	৭	৫	৬
ভারত	৭	৩	১১

.5074

ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৭০ ব্যাংকক

পঞ্চম এশিয়ান গেমস চলাকালেই সিদ্ধান্ত হয়—ষষ্ঠ গেমস হবে দক্ষিণ কোরিয়ায়। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ান গেমস ফেডারেশনকে জানায়—তাদের পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ তাদের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক মতপার্থক্য বেশ দানাবেঁধে ওঠে। শেষমেষ থাইল্যান্ডের কাঁধে দায়িত্ব পড়ল ষষ্ঠ এশিয়াডেরও। যেহেতু চারবছর আগে ব্যাংককে সবই ছিল, তাই এবার একটু ঝাড়পোঁছ করে, রং চং লাগিয়ে এবং কিছু সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে ষষ্ঠ গেমসেরও আয়োজন করল।

এবার জাপানের কৃতিত্ব সকলকে ছাপিয়ে গেল। টেনিস ও টেবল টেনিস ষষ্ঠ গেমস থেকে বাদ না পড়লে, তাদের পদক প্রাপ্তির সংখ্যা হয়তো আরও বাড়ত। সাঁতারে তো তারা ২৮টি ইভেন্টের ২৫টিতে সোনা জেতে। মেয়ে বিভাগে তাক-লাগান যোগিমা নিশিগাওয়া পাঁচটি সোনা জেতে। পদক তালিকার হিসাবে ভারতের স্থান হল পঞ্চম। কিন্তু হকিতে ফাইনালে ভারত হারল পাকিস্তানের কাছে।

কর্মকর্তা ও প্রতিযোগীসহ ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন ১৬১ জন। এছাড়া ছিলেন ২০ জন টেকনিকাল ডেলিগেট। ভারত এবারও সবচেয়ে সফল হল অ্যাথলেটিক্সে। এতে যে চারজন সোনা জেতেন, তাঁরা চারটি রেকর্ডও করেন। এছাড়া পাঁচটি রুপো ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ।

সোনা জেতেন শটপাটে যোগীন্দর সিং, ডিসকাসে প্রাভীনকুমার, হপস্টেপ জাম্পে মহীন্দর সিং গিল এবং মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে কমলজিত সাঁধু। রুপো—ডেকাথলনে এম জি শেঠি, ৫ হাজার মিটার দৌড়ে—এডোয়ার্ড সিকোয়েরা, ৮০০ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সিং, হপস্টেপ জাম্পে—লাভ সিং এবং ৪×৪০০ মিটারে পুরুষদের রিলেতে।

ভারত কিছুটা সফল হল কুস্তিতে। ১০০ কেজি ওয়েট গ্রুপে সোনা পেলেন চাঁদগীরাম, ৯০ কেজিতে রুপো অজিত সিং। ব্রোঞ্জ—৮২ কেজিতে নেত্রপাল, ৭৪ কেজিতে মুক্তিয়ার সিং এবং ৬৮ কেজিতে ওমপ্রকাশ। বক্সিং-এ হেভিওয়েটে হাওয়া সিং সোনা, রুপো—এস ভেনু, ফেদারওয়েটে। হকিতে ও ওয়াটারপোলোতে রুপো এবং ফুটবলে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ।

ফুটবলে তৃতীয় হলেও বেশ খেলেছিলেন—সি প্রসাদ, সুধীর কর্মকার, নাঈম, শ্যাম থাপা ও মগন সিং। লীগে ভারতের ফল হল—ভারত (সুভাষ ভৌমিক)—২ ; থাইল্যান্ড—২, ভারত (হাবিব ও মগন সিং)—২ ঃ ভিয়েতনাম—০, ভারত (নটরাজ, মগন সিং, শ্যাম থাপা)—৩ ঃ ইন্দোনেশিয়া—০, ভারত—০ ঃ জাপান—১। লীগে ভারত হারল জাপানের কাছে। তবে সেমিফাইনালে ওঠে, কিন্তু বর্মার কাছে ২-০ হারল। অবশ্য তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারত ১-০ হারায় জাপানকে। ফাইনালে বর্মা ও দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা ০-০ হওয়ায় যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চম এশিয়াডে হকি ফাইনালে ভারত হারিয়েছিল পাকিস্তানকে, এবার সেই পাকিস্তানের কাছে হারল ভারত ০-১ গোলে। এর আগে গ্রুপের খেলায় ভারত হারায় সিঙ্গাপুরকে ৭-০, সিংহলকে ৬-০ ও মালয়েশিয়াকে ২-০ গোলে। অন্যগ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। জাপান ১-০য় মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পায় তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায়।

ওয়াটারপোলোয় প্রথম এশিয়াডে ভারত চ্যাম্পিয়ন ছিল। তারপর এই সত্তরে ব্যাংককে ওয়াটারপোলো দল যায়। বেশ খেলেছিল এবং ফাইনালে উঠতে ফল ছিল—ভারত ৭ ঃ সিঙ্গাপুর ৭, ভারত ৪ ঃ থাইল্যান্ড ৩, ভারত ৯ ঃ ইন্দোনেশিয়া ৬। সেমিফাইনালে ভারত ৬ ঃ ইরান ৩। ফাইনালে ভারত ২ ঃ জাপান ৪।

পদক তালিকা ঃ প্রথম পাঁচটি দেশ

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৪	৪৭	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	১৮	১৩	২৩
থাইল্যান্ড	৯	১৭	১৩
ইরান	৯	৭	৪
ভারত	৬	৯	১০

সপ্তম এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৭৪ তেহরান

১৯৫১ থেকে ১৯৭৪—চব্বিশ বছরের মধ্যে এশিয়ান গেমস এমন জাঁকজমকের সঙ্গে কখনও হয়নি, যেমন এবার হল ইরানের রাজধানী তেহরানে। চার বছর আগে যখন এই শহর দায়িত্ব পেল গেমস করার, ইরানের শাহ নির্দেশ দিলেন ঃ অর্থের অভাব হবে না, গেমস নিখুঁত হোক, বিভিন্ন দেশ থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের আতিথেয়তায় যেন কোনোরকম কার্পণ্য না হয়। চার বছরের মধ্যে দেড়শ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হল আর্যমেহর স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ১ সেপ্টেম্বর এখানেই শাহ রেজা পহলবী উদ্বোধন করলেন সপ্তম এশিয়ান গেমসের। গণ প্রজাতন্ত্রী (পিকিং) চীন সহ এলেন ২৬টি দেশের প্রতিযোগীরা। চীন প্রথমবার এশিয়াডে অংশ নিয়ে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। জাপান যথারীতি সর্বাধিক কৃতিত্বে শীর্ষস্থান পায়। হোমগ্রাউন্ডে ইরান পেল দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় চীন, ভারত সপ্তম।

১৬ ধরণের খেলার মধ্যে ভারত ১২টিতে ১৩০ জনের দল পাঠায়, তবে কর্মকর্তাসহ মোট ছিলেন ১৬৮ জন। ফুটবল ও হকি ছাড়া আর ছিল অ্যাথলেটিকসে ২২ জন পুরুষ, ৬ জন মেয়ে। ব্যাডমিন্টন ৫, সাইক্লিং ৫, বক্সিং ৬, ওয়াটারপোলো ১১, টেনিস ৩, ভারোত্তোলন ১, ভলিবল ১২, কুস্তি ফ্রিস্টাইল ১০ ও গ্রেকো রোমান ৫।

অ্যাথলেটিক্‌সে ভারত চারটি নতুন রেকর্ড করে। সবচেয়ে কৃতিত্ব বিজয় সিং চৌহানের, তাঁর রেকর্ড কঠিনতম ইভেন্ট—ডেকাথলনে। বাকি রেকর্ডগুলি —লং জাম্পে টি সি যোহানন, ৮০০ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সিং ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে শিবনাথ সিং। রুপো জেতেন হ্যামারে নির্মল সিং, দশ হাজার মিটার দৌড়ে শিবনাথ সিং, ডিস্‌কাসে প্রাভীন কুমার, স্টিপলচেজে গুরমেদ সিং, ট্রিপল জাম্পে মহীন্দর সিং গিল, শটপাটে বাহাদুর সিং ও পুরুষদের ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে। ব্রোঞ্জ—ডেকাথলনে সুরেশবাবু, লং জাম্পে সতীশ পিল্লাই, ৪০০ মিটার হার্ডলসে লাম্বার সিং ও শটপাটে জগরাজ সিং।

বক্সিং-এ রুপো জেতেন হেভিওয়েটে টিল বাহাদুর রাণা, মিডল হেভিতে মেজর সিং, লাইট হেভিতে মেহতাব সিং। ব্রোঞ্জ পান লাইট হেভিওয়েটে মুনুস্বামী ভেনু, লাইট ওয়েটে চন্দ্রনারায়ণ। কুস্তিতে শুধু ব্রোঞ্জ আসে। পান হেভিওয়েটে সুখচেন সিং, মিডল হেভিতে সৎপাল সিং ও ফ্লাইওয়েটে সৎবীর সিং। শুটিং-এ কার্ণি সিং ট্র্যাপে রুপো ও স্কিটে ব্রোঞ্জ জেতেন।

ফুটবলে ভারত শোচনীয় ফল করল। গ্রুপ লীগের তিনটি খেলাতেই হারে। ইরানের কাছে ০-৩, উত্তর কোরিয়ার কাছে ১-৪ এবং চীনের কাছে ১-৭ গোলে। অথচ দলে ছিলেন দেশের সেরারা—সুধীর ও প্রশান্ত মিত্র। নিকোলাস, পেরেরা, প্রদীপ চৌধুরী, গুরদেব সিং, প্রবীর মজুমদার, দিলীপ পালিত, শ্যামল ঘোষ ও কাজল ঢালি। শ্যামসুন্দর মান্না, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি ও নটরাজ। মগন সিং (অধিনায়ক), সুরজিত সেনগুপ্ত, সুভাষ ভৌমিক, উলগানাথন, শ্যাম থাপা ও বার্নার্ড পেরেরা।

ভলিবলে ভারত হারল চীন ও জাপানের কাছে। শুধু ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে জয় হয়েছিল। ওয়াটারপোলোয় শুধু পরাজয়—ইরানের কাছে ৬-১৮, চীনের কাছে ২-১৭, সিঙ্গাপুরের কাছে ৭-১২, জাপানের কাছে ২-১৪ ও উত্তর কোরিয়ার কাছে ০-৩ গোলে। ফল খারাপ টেনিসেও। শুধু ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ এসেছিল।

হকি ফাইনালে উঠতে ভারত ৩-০ হারায় জাপানকে, ১২-০ ইরানকে, ৭-০ শ্রীলংকাকে ও ২-০য় মালয়েশিয়াকে। ফাইনালে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম দিন ১-১ ছিল। দ্বিতীয়দিন পাকিস্তান দুরন্ত গতিতে খেলে ২-০ গোলে ভারতকে হারায়। তৃতীয় হয় মালয়েশিয়া মোট ৬টি দেশের মধ্যে।

হকি দলে ছিলেন চার্লস কর্নেলিয়াস ও জন পেরেরা। সুরজিত সিং, বলদেব সিং ও আসলাম শের খাঁ। বারীন্দর সিং, অজিত পাল সিং (অধিনায়ক), হরমিক সিং, মেহবুব খাঁ ও ভাস্করণ। এম পি গণেশ, অশোক কুমার, গোবিন্দ, চাঁদ সিং, হরচরণ সিং, ভি জে ফিলিপস ও অজিত সিং।

পদক তালিকা

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৫	৫০	৫১
ইরান	৩৮	২৮	১৭
চীন	৩৩	৪৫	২৪
দক্ষিণ কোরিয়া	১৫	১৪	১৭
ইজরায়েল	৭	৪	৮
ভারত	৪	১২	১২

অষ্টম এশিয়ান গেমস ঃ ১৯৭৮ ব্যাংকক

অষ্টম এশিয়ান গেমস ঘিরে প্রায় এক বছর আগে নানা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কথা ছিল অষ্টম এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব নেবে পাকিস্তান। তেহরানে সপ্তম এশিয়াড চলাকালে পাকিস্তান উদ্যোগী হওয়ায় এশিয়ান গেমস ফেডারেশন সানন্দে ওই দায়িত্ব দেয়। কিন্তু ১৯৭৭-এর শুরুতে পাকিস্তান জানায়, নানা কারণে তাদের পক্ষে গেমস আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। গেমস ফেডারেশন বেশ সমস্যায় পড়ল। এক বছরের মধ্যে কে এই বিরাট দায়িত্ব নেবে। যারা এ পর্যন্ত এশিয়াডের দায়িত্ব নেয়নি, তাদের পক্ষে এক বছরের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়। কেউ বললেন টোকিওয় হোক, কিন্তু তারা রাজি হল না। ব্যাংকককে দায়িত্ব নিতে বলা হল। তারাও আপত্তি জানালেন। এখন যে কোনো বড় গেমস করা ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাও গুছিয়ে নেওয়া যায় তেমন সময় পেলে। ব্যাংকক তথা থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষ জানালেন, আর্থিক সাহায্য পেলে তাঁরা দায়িত্ব নেবেন। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের প্রস্তাবে সদস্যদেশগুলি চাঁদা দিতে রাজি হয়ে গেলেন। বিরাট সাহায্য এল আরবের তেল উৎপাদক দেশগুলি থেকে।

১৯৬৬ ও ১৯৭০-এর পর ব্যাংককে আবার এশিয়ান গেমস হল। ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর। তৃতীয়বার থাইল্যান্ড দায়িত্ব নিয়েছে, তাই তিনবার তোপধ্বনির মাঝে রাজা ভূমিবল অষ্টম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করলেন। ২৫টি দেশের তিন হাজার খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্ট হল। এশিয়ান গেমসে এল দুটি নতুন সদস্যদেশ বাংলাদেশ ও বাহরিন। ১৯৬৬-তে সাইক্লিং-এ তিনটি স্বর্ণ বিজয়ী পিড়াগেমস ছুলামনুথল শপথ বাক্য পড়লেন।

চমৎকার উদ্বোধন অনুষ্ঠান। দু হাজার ছেলেমেয়ে নানা বাহারী পোশাকে গান গাইল, বাদকদল বাজাল। তবে একটি গানের তুলনা হয় না। ওদেরই ভাষায়। যার ইংরাজী দাঁড়ায়—"চিয়ার্স, চিয়ার্স, চিয়ার্স, ইউ ক্যান কাম টু থাইল্যান্ড টু পার্টিসিপেট ইন দ্য এশিয়ান গেমস। চিয়ার্স, চিয়ার্স, চিয়ার্স।"

এবারও জাপান অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাল। কিন্তু দেখা গেল না গতবারের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইরানকে। তারা শুধু প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, কোনো খেলোয়াড় পাঠায়নি সে দেশের অভ্যন্তরীন গোলযোগের জন্য। দ্বিতীয়

স্থান পেল চীন। তারা সোনা জিতল ৫১টি, রূপো ৫৪টি ও ব্রোঞ্জ ৪৬টি। পদক তালিকায় ভারতের স্থান হল ষষ্ট।

যে খেলা ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয়, সেই ফুটবলে প্রাথমিক লীগ-এ ভারতের গ্রুপে ছিল মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ। প্রথম খেলায় মালয়েশিয়ার সংগে পরাজয় ঘটল। তবে দ্বিতীয় খেলায় বাংলাদেশকে ৩-০ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে ওঠে। সেখানে ইরাক ৩-০ হারায় ভারতকে। পরের খেলায় কুয়েত পরাজিত করে ভারতকে ৬-১ গোলে এবং শেষ খেলায় উত্তর কোরিয়া ৩-১ গোলে ভারতকে হারায়।

ভারত হতাশ করেছে হকিতেও। ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে রূপো আনে। কিন্তু অ্যাথলীট, কুস্তিগীররা সোনা জিতে মুখরক্ষা করেন।

অষ্টম এশিয়াডে নিঃসন্দেহে সুপারস্টার ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ২৩ বছর বয়সী ব্যাডমিন্টন তারকা লিয়েম সুই কিং। কিন্তু ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উত্তর কোরিয়ার কিশোরী কিম ওক সুন ১৫০০ ও ৩০০০ মিটারে সোনা জিতে। পুরুষদের 'তারকা' হন ভারতের হরিচাঁদ ৫০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটারে সোনা জিতে। এই হরিচাঁদকে নিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা নানা গল্প শুরু করেন। স্টার্টিং পয়েন্টে দাঁড়াবার আগে তিনি গোঁফে তা দিয়ে নেন। দৌড়শেষেও তা। ওদের ধারণা ওঁর গোঁফে কোনো যাদু আছে। ব্যাপারটা শুনে হরিচাঁদ হেসে ফেলেন।

ভারতের পক্ষে যাঁরা পদক জেতেন

সোনা ঃ অ্যাথলেটিক্‌সে—হরিচাঁদ ১০,০০০ ও ৫,০০০ মিটার দৌড়, শ্রীরাম সিং ৮০০ মিটার দৌড়, এন শেখরেন ২০০ মিটার দৌড়, হাকাম সিং ২০ কিলোমিটার হাঁটা, বাহাদুর সিং শটপাট, সুরেশ বাবু লং জাম্প, গীতা জুৎশি ৮০০ মিটার **দৌড়**।

কুস্তিতে—রাজীন্দর সিং (৭৪ কেজি) ও করতার সিং (৯০ কেজি)।

শ্যুটিংএ—রনধীর সিং (ট্র্যাপ)।

রুপো ঃ অ্যাথলেটিক্‌সে—গীতা জুৎশি ১৫০০ মিটার দৌড়, অ্যাঞ্জেল মেরি লং জাম্প ও পেন্টাথলন, উদয় প্রভু ৪০০ মিটার দৌড়, এন শেখরন ১০০ মিটার দৌড়, গোপাল সাইনি ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ, ৪×৪০০ মিটার রিলে (পুরুষ)।

কুস্তিতে—সৎপাল ১০০ কিলোর উর্ধে।

বক্সিংএ—ব্রিজমোহন (হেভিওয়েট)

ইয়াটিংএ—এন্টার প্রাইজ ক্লাস।

এবং হকিতে।

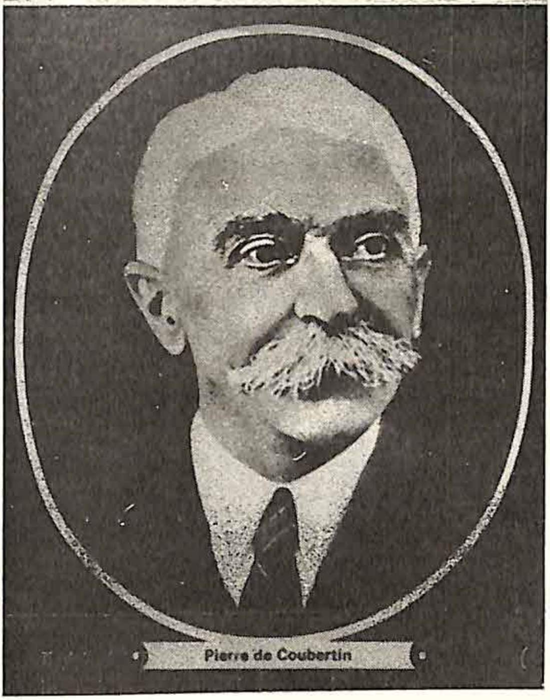
ব্রোঞ্জ ঃ অ্যাথলেটিক্‌সে সতবীর সিং ১০০ মিটার হার্ডলস, মুরলীকুট্টন ৪০০ মিটার দৌড়, রতন সিং ১,৫০০ মিটার দৌড়।

বক্সিংএ—ব্রিজমোহন (হেভিওয়েট)।

টেনিসে চিরদীপ মুখার্জি সিঙ্গলস, শ্যাম মিনোত্রা ও চিরদীপ ডাবলস।

বিভিন্ন খেলায় মোট ২০০টি ইভেন্ট শেষে কারা কত পদক পেল।

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭০	৫৯	৪৯
চীন	৫১	৫৪	৪৬
দঃ কোরিয়া	১৮	২০	৩১
উঃ কোরিয়া	১৫	১৩	১৫



বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত

চিত্র পরিচিতি

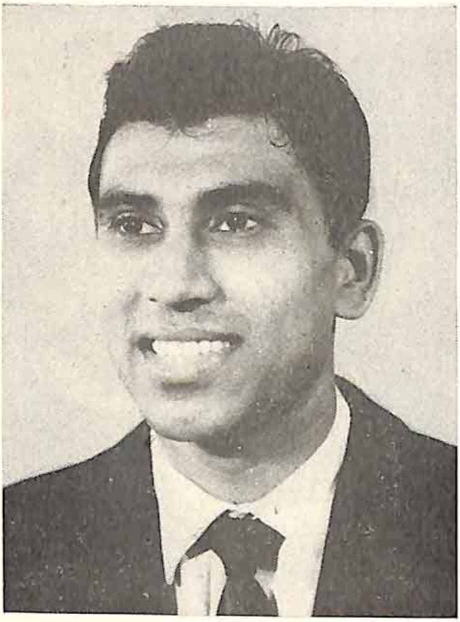
ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন ঃ
আধুনিক ওলিম্পিক্সের জনক

খেলাধূলায় আমাদের মহান ঐতিহ্য





শৈলেন মান্না ঃ প্রথম এশিয়ান ফুটবলে (১৯৫১) ভারতের অধিনায়ক



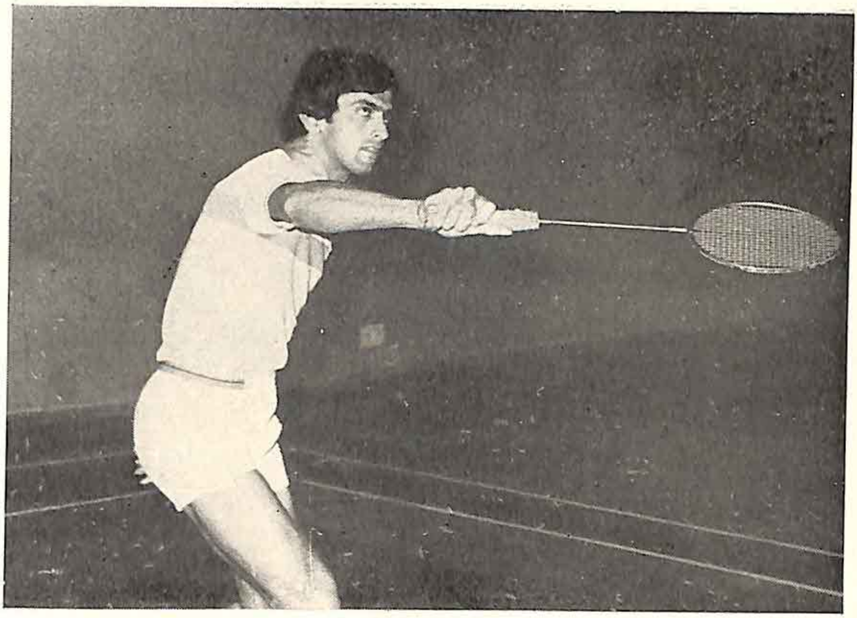
প্রদীপ ব্যানার্জি ঃ জাতীয় কোচ, ৬২-র ফুটবল বিজয়ী দলের অন্যতম কর্ণধার



চুনী গোস্বামী ঃ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে (১৯৬২) ফুটবলে সোনাজয়ী দলের অধিনায়ক

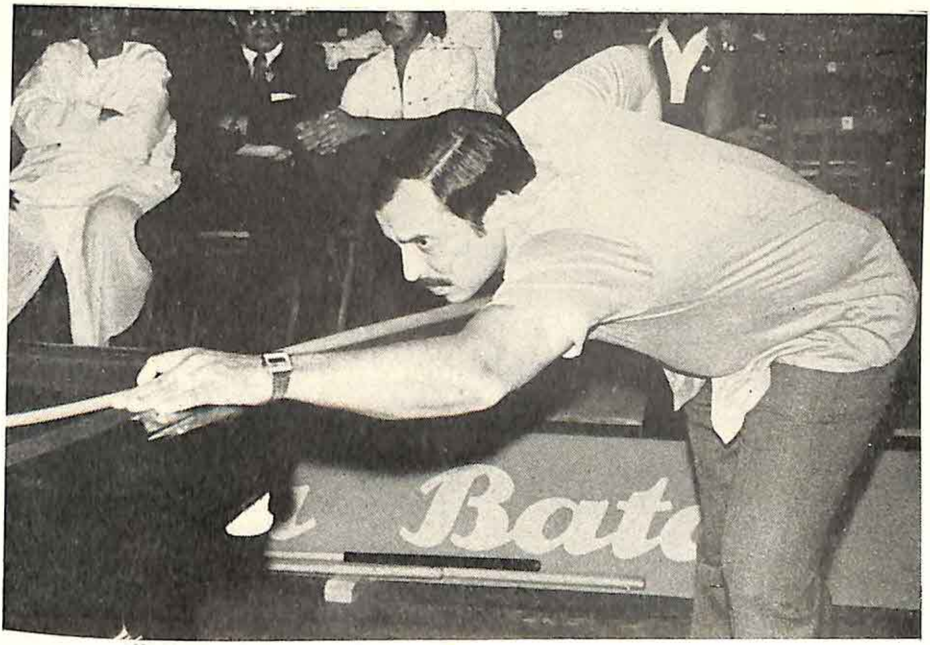


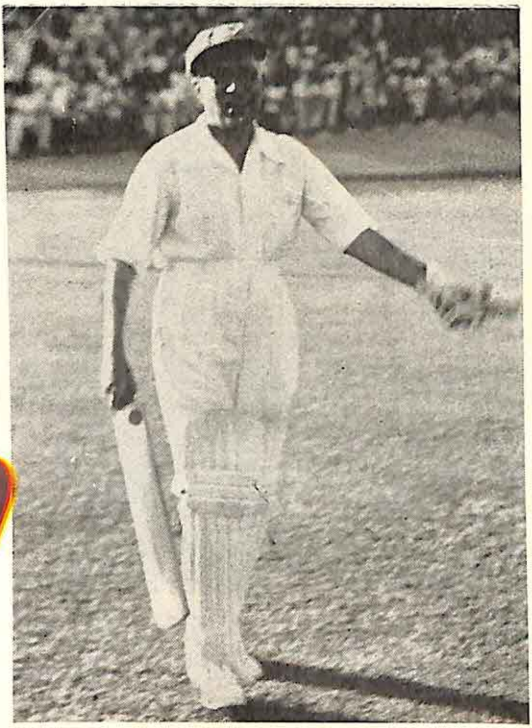
মনসুর আলি-খান ঃ ক্রিকেটে বিশিষ্ট নাম



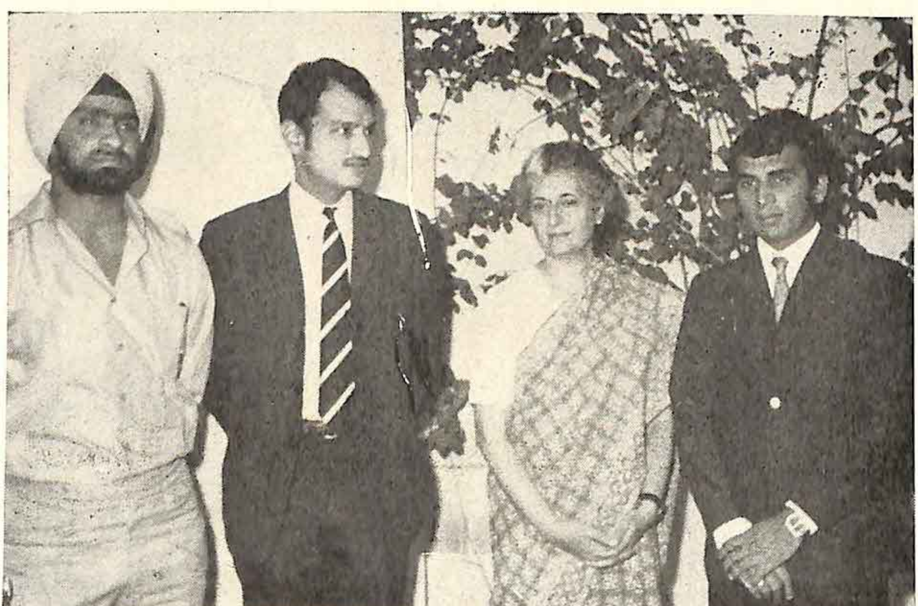
প্রকাশ পাড়ুকোন ঃ ব্যাডমিন্টনে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠদের একজন

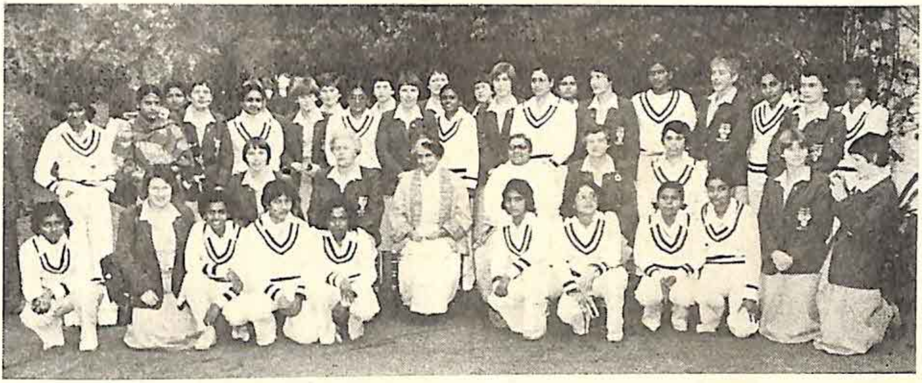
মাইকেল ফেরিরা ঃ বিলিয়ার্ডসে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন





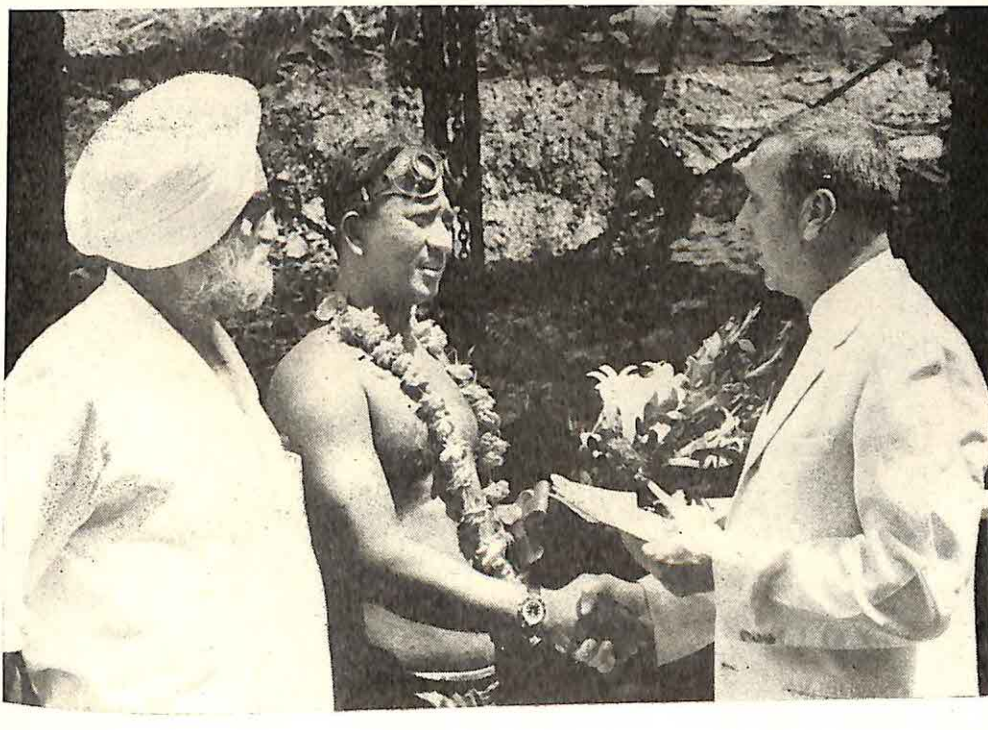
(বামে) নতুন দিল্লীতে সংসদ সদস্যদের এক ক্রিকেট ম্যাচে পন্ডিত নেহর়ু ব্যাট করতে চলেছেন; (নিচে) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সুনীল গাভাসকর, অজিত ওয়াডেকর ও বিষণ সিং বেদী





প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভারত ও ইংলন্ডের মহিলা ক্রিকেট দল
(১২ জানুয়ারী, ১৯৮১)

মিহির সেন ঃ দূরপাল্লার সাঁতারে কিংবদন্তী

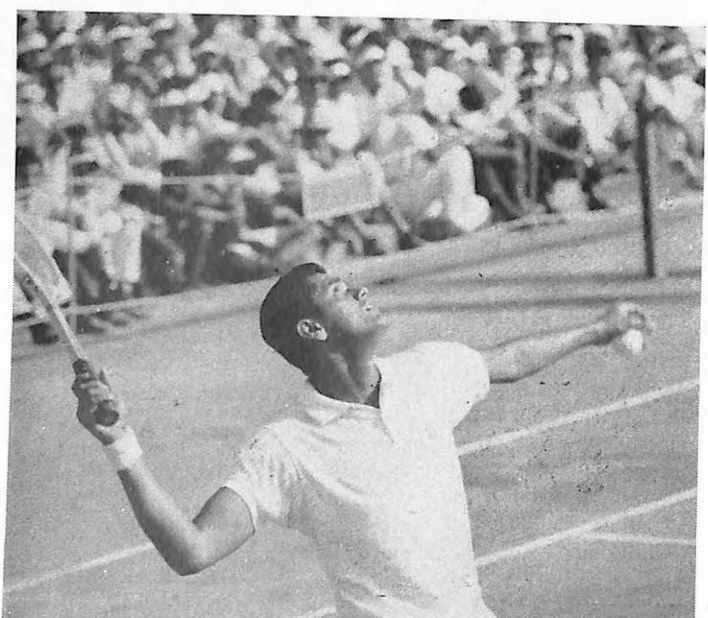




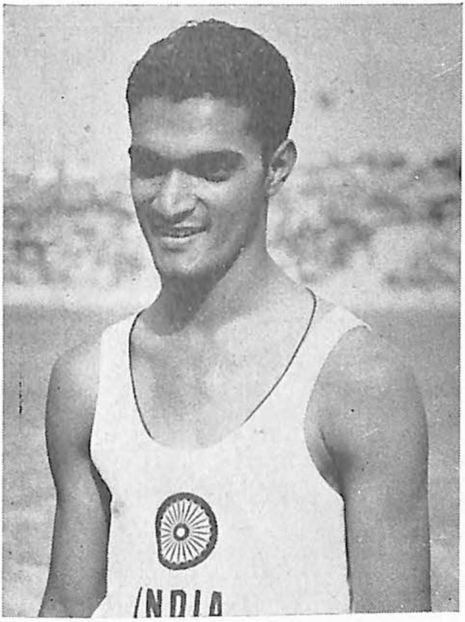
আরতি গুপ্ত (সাহা) ঃ এশিয়ার
প্রথম চ্যানেলবিজয়ী মহিলা সাঁতারু



হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদ



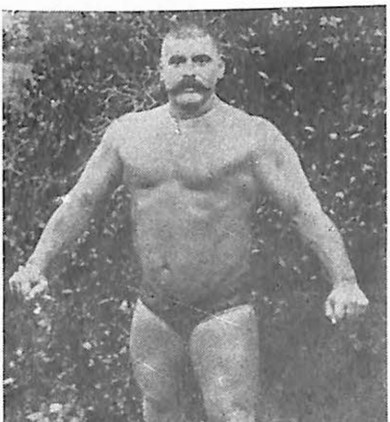
রামনাথন কৃষ্ণণ ঃ নতুন
দিল্লীতে ডেভিস কাপের
এক খেলায়



লেভি পিন্টো ঃ প্রথম এশিয়ান গেমসে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এশিয়ার দ্রুততম হন



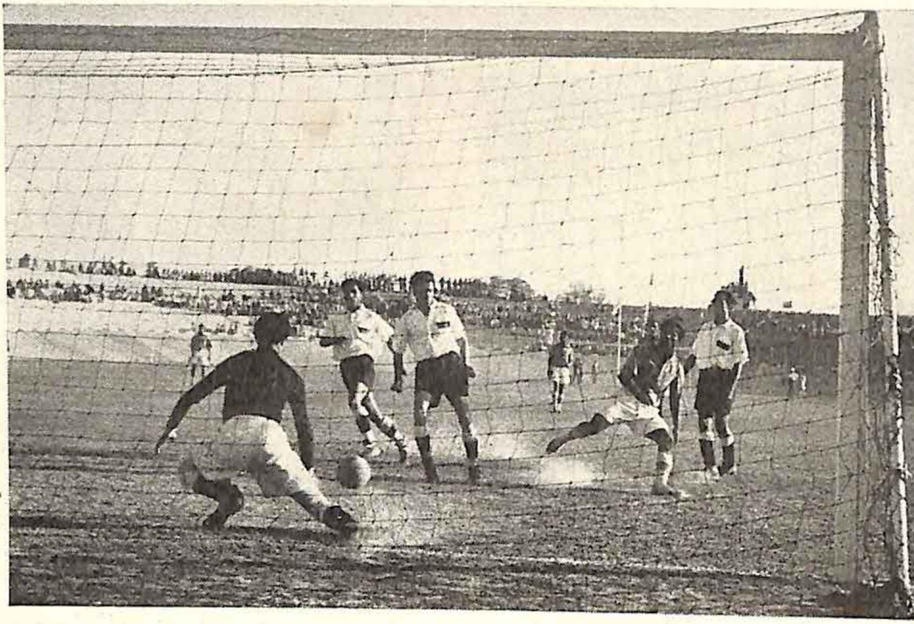
মিলখা সিং ঃ টোকিওতে তৃতীয় এশিয়ান গেমসে ২০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী হয়ে স্বর্ণপদক নিচ্ছেন



বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর অবিভক্ত ভারতের গামা



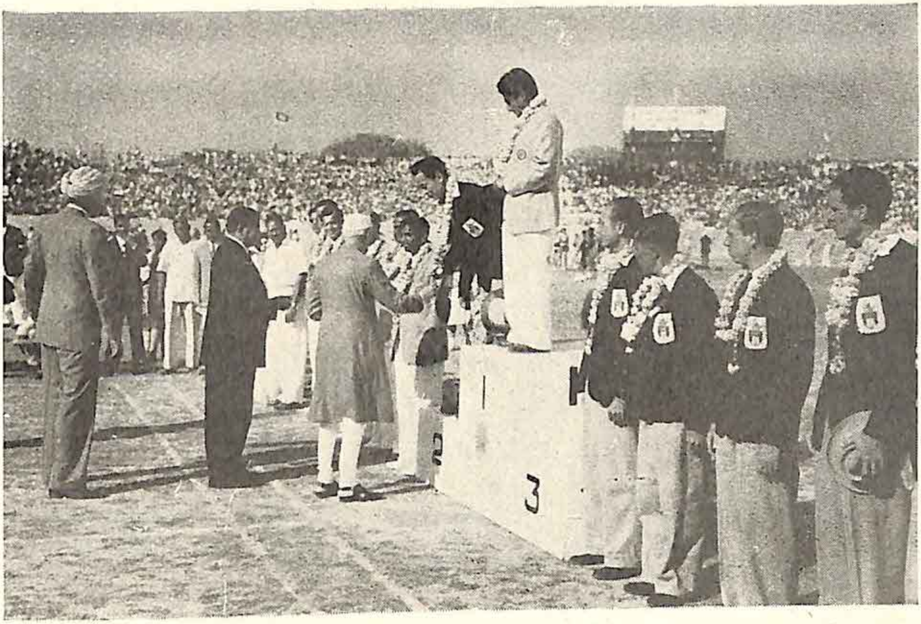
বিজয় অমৃতরাজ ঃ লন টেনিসের খেলায়



প্রথম এশিয়ান গেমসে নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ভারত বনাম আফগানিস্তানের ফুটবল ম্যাচের সেমিফাইন্যালে এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। ভারত আফগানিস্তানকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে

ভারত বনাম স্পেন ওলিম্পিক হকি খেলার একটি দৃশ্য (মস্কো ১৯৮০)

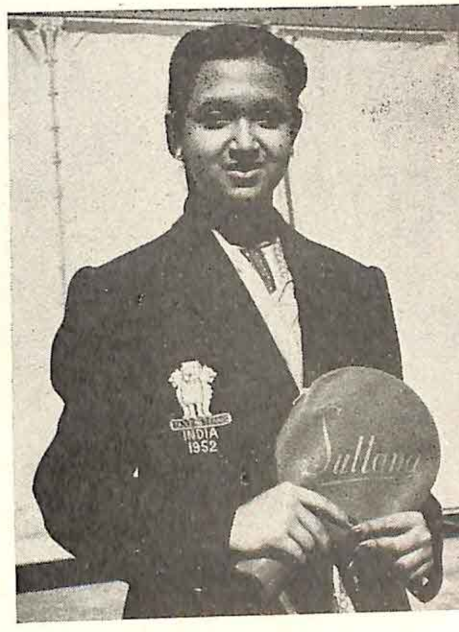




প্রথম এশিয়ান গেমসের ফুটবল ফাইন্যালে ভারত ইরানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।
প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ইরান দলের অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন করছেন



অমি ঘিয়া ঃ বিশিষ্ট মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়



সৈয়দ সুলতানা ঃ ভারতের প্রথম সারির মহিলা টেবল টেনিস খেলোয়াড়



বিজয় সিং চৌহান (সামনে) ঃ অ্যাথলেটিকসে অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী (১৯৭২)

মস্কো ওলিম্পিক্‌সে (১৯৮০) ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া মহিলাদের হকি প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

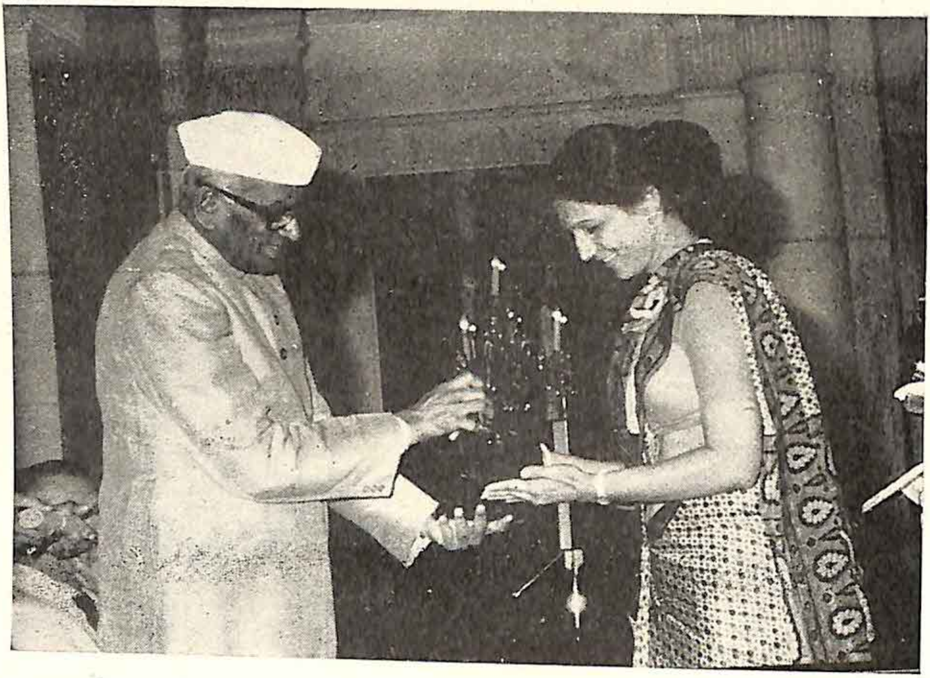




বার্লিন ওলিম্পিক্‌সে (১৯৩৬) ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) যোগদানকারী ভারতীয় হকি দল

অ্যামস্টার্ডামে দ্বিতীয় বিশ্বকাপে (১৯৭৩) ভারত বনাম পাকিস্তানের হকি খেলায় ভারত পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে

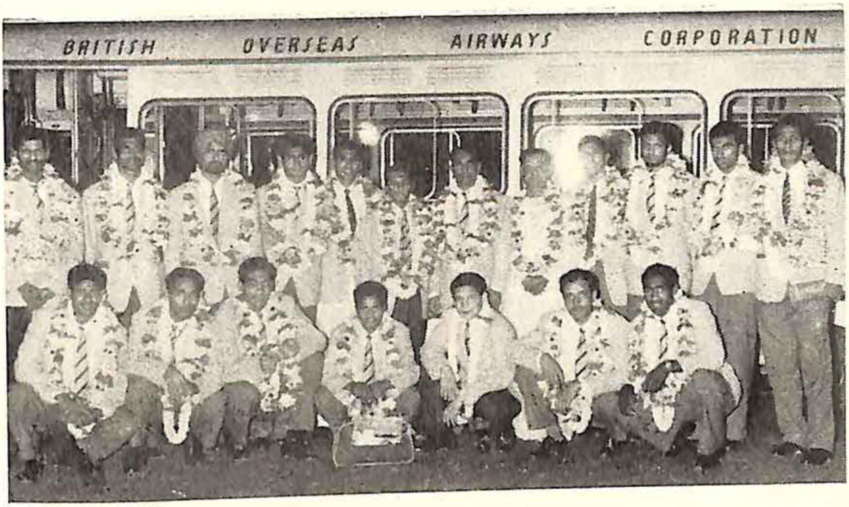




নিরুপমা মানকড় (টেনিস) ঃ রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার নিচ্ছেন

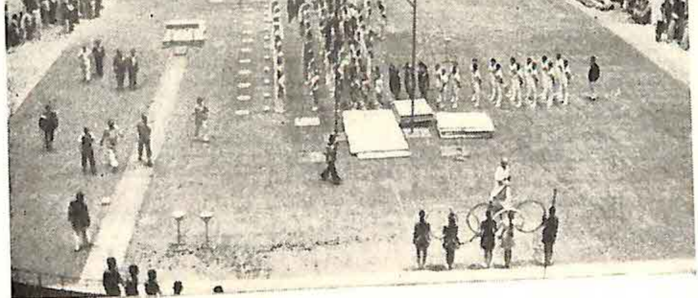
অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় দল (১৯৫২)





এশিয়ান গেমসের শেষ ফুটবলে সোনা জেতেন এই খেলোয়াড়রা ১৯৬২-তে জাকার্তা থেকে



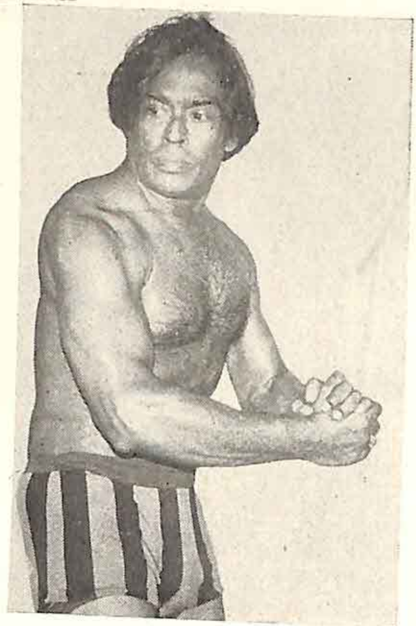


কলকাতার ইডেন গার্ডেন—বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম

কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম—ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইনডোর স্টেডিয়াম



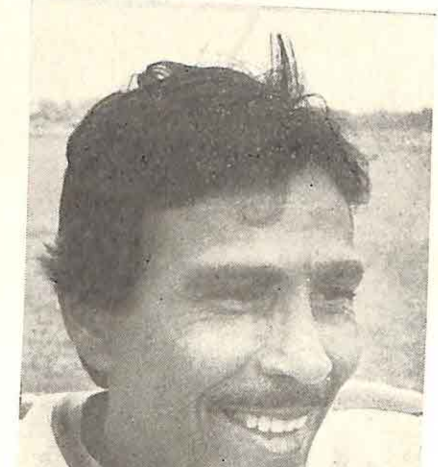
গোষ্ঠ পাল ঃ ভারতীয় ফুটবলের 'চাইনিজ ওয়াল'



মনতোষ রায় ঃ বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় একটি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন



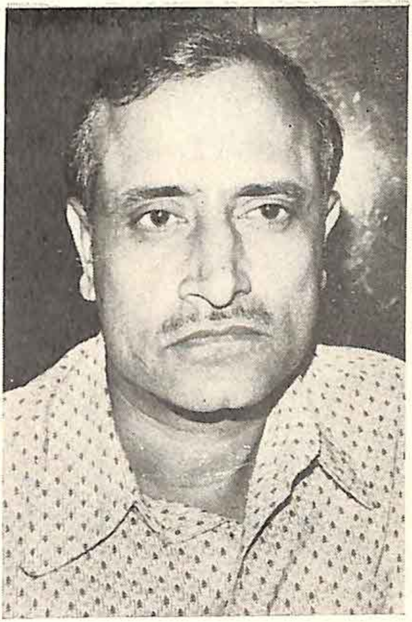
পংকজ রায় ঃ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড



অরুণ ঘোষ ঃ '৬২-র এশিয়াডে সোনাজয়ী ফুটবল দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক



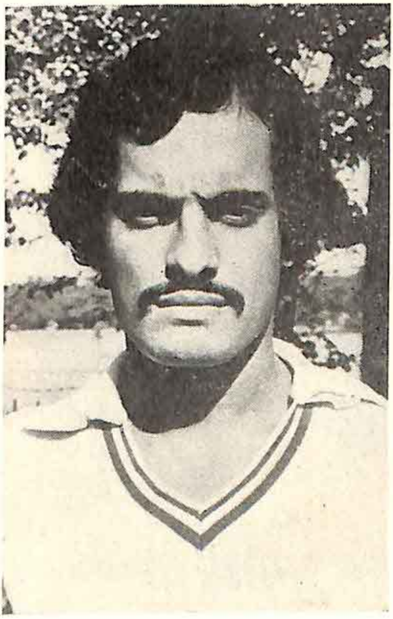
তুলসীদাস বলরামন ঃ '৬২-র এশিয়াডে সোনাজয়ী ফুটবল দলের অন্যতম তারকা



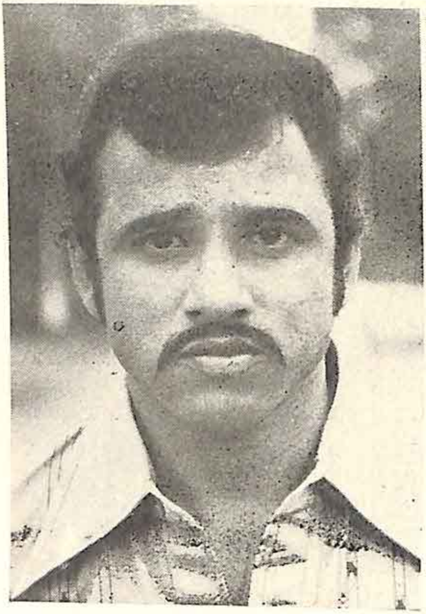
প্রদ্যোত বর্মণ ঃ '৬২-র এশিয়াডে সোনাজয়ী ফুটবল দলের গোলরক্ষক



শ্যাম থাপা ঃ সত্তরের দশকে ভারতের সেরা ফরোয়ার্ড (ফুটবল)



মঈদুল ইসলাম ঃ 'মহামেডান স্পোর্টিং' এ'র নেতৃত্বে দিক পরিবর্তন করেছে



সুধীর কর্মকার : সত্তরের দশকে এশিয়ার সেরা ডিফেন্ডার (ফুটবল)



প্রসূন ব্যানার্জি : সেরা লিংকম্যান (ফুটবল); ১৯৮০-র 'অর্জুন'-বিজেতা



গৌতম সরকার : সত্তরের দশকে অন্যতম সেরা লিংকম্যান (ফুটবল)



ভাস্কর গাঙ্গুলি : আশী'র দশকে ভারতের সেরা গোলরক্ষক

	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ
থাইল্যান্ড	১১	১২	১৯
ভারত	১১	১১	৭
ইন্দোনেশিয়া	৮	৭	১৮
পাকিস্তান	৪	৪	৯
ফিলিপিনস	৪	৪	৬
ইরাক	২	৪	৬
সিংগাপুর	২	১	৪
মালয়েশিয়া	২	১	৩
মঙ্গোলিয়া	১	৩	৫
লেবানন	১	১	০
সিরিয়া	১	০	০
বর্মা	০	৩	৩
হংকং	০	২	২

বাহারিন, বাংলাদেশ, কাতার, নেপাল, সৌদি আরব ও ইউনাইটেড আরব এমিরেটস কোনো পদক পায়নি।

২০ ডিসেম্বর এশিয়াড গেমস ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার চিফ মার্শাল ডাউই চুলাসাপাই অষ্টম এশিয়াডের সমাপ্তি ঘোষণার সময় জানান, এরপর দেখা হবে চার বছর পরে নবম এশিয়াডে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারত

কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে প্রতি চারবছর অন্তর (ওলিম্পিক্সের মধ্যবর্তী বর্ষে) কমনওয়েলথ গেমস হয়ে আসছে। ১৯৩০ এর শুরুতে অবশ্য নাম ছিল এম্পায়ার গেমস। কানাডার হ্যামিল্টনে সেবার অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য কলোনী দেশগুলির প্রতিযোগীরা অংশ নেন। হ্যামিল্টনের পর গেমস হয়েছে লন্ডন, সিডনি, অকল্যান্ড, ভ্যাঙ্কুভার, কার্ডিফ, পার্থ, কিংস্টন, এডিনবরা, ক্রাইস্টচার্চ ও গতবার ১৯৭৮-এ কানাডার এডমন্টনে।

একাদশ গেমসের উদ্যোক্তা কানাডার খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। দ্বিতীয় ইংল্যান্ড ও তৃতীয় অস্ট্রেলিয়া। ভারত ছিল ষষ্ঠস্থানে। কিনিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছিল যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম। এডমন্টনে একটিমাত্র রেকর্ড হয়েছিল। করেন ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু ট্রেসি উইকহাম ৮ মিনিট ২৪·৬২ সেকেন্ডে।

ভারতের ফল ছিল ভালমন্দ মিশিয়ে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত বৃহত্তম দল পাঠালেও ফল আশাপ্রদ হল না। ভারত জেতে সোনা ৫, রুপো ৪ ও ব্রোঞ্জ ৬টি। এর আগে ১৯৭৪ এ ক্রাইস্টচার্চে স্বল্প সংখ্যক প্রতিযোগী পাঠালেও পদক আসে ৪-৭-৪টি। এডমন্টনে পাঁচটি সোনার তিনটি জেতেন কুস্তিগীররা। ব্যাডমিন্টন ঘিরে এই প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাজলো যখন প্রকাশ পাডুকোন ভিকট্রি স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেন। গতবার প্রকাশকে হারিয়েছিলেন ব্রিটেনের রে টালবট, এবার সেই টালবটকে হারান প্রকাশ। ভারত সবচেয়ে নিরাশ করে অ্যাথলেটিক্সে। অ্যাথলিট দলের অধিনায়ক সুরেশবাবু লংজাম্পে একটি ব্রোঞ্জ জেতেন শুধু।

ভারতের জন্য পদক জেতেন (সোনা)—কুস্তিতে অশোক কুমার, সতবীর সিং ও রাজীন্দর সিং, ব্যাডমিন্টনে প্রকাশ পাড়ুকোন ও ভারোত্তোলনে এডাথুর করুণাকরন। (রুপো)—কুস্তিতে সুদেশ কুমার, জগমিন্দর সিং ও সতপাল এবং ভারোত্তোলনে তামিল সেলভান। (ব্রোঞ্জ)—কুস্তিতে জগদীশ কুমার, করতার সিং ও ঈশ্বর সিং; ব্যাডমিন্টনে অমি ঘিয়া ও কানোয়াল ঠাকুর সিং; অ্যাথলেটিক্সে সুরেশবাবু এবং বকসিং-এ বীরেন্দ্র সিং থাপা।

পদক তালিকা

	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ
কানাডা	৪৫	৩১	৩৩
ইংল্যান্ড	২৭	২৮	৩২
অস্ট্রেলিয়া	২৪	৩৩	২৬
কিনিয়া	৬	৬	৫
নিউজিল্যান্ড	৫	৬	৯
ভারত	৫	৪	৬
স্কটল্যান্ড	৩	৬	৫
ওয়েলস	২	১	৫
জামাইকা	২	১	৩
উঃ আয়াল্যার্ন্ড	২	১	১
হংকং	২	০	০
মালয়েশিয়া	১	২	১
ঘানা ও গিয়ানা	১	১	১
তাঞ্জানিয়া	১	১	০
ত্রিনিদাদ, টোবাগো ও জাম্বিয়া	০	২	২
পঃ সামোয়া	০	০	৩
বাহামা, পাপুয়া ও নিউগিনি	০	১	০
আইলস্ অফ ম্যান	০	০	১

বিভিন্ন খেলায় ভারত

অ্যাথলেটিক্‌সে

খেলাধূলায় উন্নত প্রতিটি দেশে এখন একটি ধারা প্রচলিত। ওঁরা বলেন, সব খেলার মূলে হল অ্যাথলেটিক্‌স ও জিমন্যাস্টিক্‌স। এই দুটি খেলায় নানা ইভেন্ট বা বিষয় দ্বারা শরীর তৈরী করে তবে ছেলেমেয়েরা ফুটবল, হকি, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, ভারোত্তোলন, টেবল টেনিস, টেনিস, বক্সিং প্রভৃতি যাবতীয় খেলায় অংশ নেয়। প্রতিটি খেলার জন্য উন্নত দেশগুলিতে জিমন্যাসিয়াম চাই-ই। মস্কো ও পূর্ব জার্মানিতে দেখেছি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে স্পোর্টস স্কুলের জিমন্যাসিয়াম আমাদের জাতীয় সংস্থা এবং দেশের বৃহত্তম ক্রীড়া শিক্ষাকেন্দ্র অপেক্ষা দশগুণ ভাল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেশ গঠনের জন্য রাশিয়া মূলে আঘাত করেছে।'

অতি সম্প্রতি আমরা কিছু খেলায় জাতীয় দল তৈরীর আগে স্বল্পদিনের জন্য জিমন্যাস্টিক্‌স ও অ্যাথলেটিক্‌সে তালিম দিচ্ছি। কিন্তু আজও আমাদের অনেকাংশের কাছে সব খেলার মূল এই অ্যাথলেটিক্‌স ও জিমন্যাস্টিক্‌স অবহেলিত। মানসিকতায় তো পিছিয়ে রয়েছিই, সরঞ্জামও অনেকটা সেকেলে। উন্নত দেশগুলির ছেলেমেয়েরা দৌড়ানর জন্য মাটির ট্র্যাক তো দূরের কথা, সিন্ডার ও বিটুমিনাস ট্র্যাকের কথাও তাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে। এখন দৌড়তে চাই টার্টান ট্র্যাক। সারা পশ্চিমবঙ্গে ৪০০ মিটার মাটির ট্র্যাকই খুঁজে পাওয়া যায় না। মাটির পরে যে সিন্ডার ট্র্যাক তাও ভারতে স্বল্প সংখ্যক। আন্তর্জাতিক মানের জ্যাভেলিন, পোলভল্টের পোল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আমাদের ছেলেমেয়েদের নেই।

সবচেয়ে বড় কথা খেলাধূলা এখন বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে পড়েছে। মস্কোতে রুশ বিশেষজ্ঞরা আমাকে বলেন, কোচ, স্টেডিয়াম, সরঞ্জাম পরে, আগে চাই বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি। কেননা, মূলত ল্যাবরেটরিই আজকাল রেকর্ড বানাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন তৈরী করছে, সোনা জিতে আনছে। বস্তুতপক্ষে উন্নত দেশগুলিতে দেখেছি ল্যাবরেটরিই ছেলেমেয়েদের শরীর পরীক্ষা করে, কোচকে নির্দেশ দিচ্ছে কে কী খেলবে। কোচ সেইভাবে কাজ করছেন। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের খেলাধূলায় এইভাবে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেমন আজকাল আর রোগীকে উপরে উপরে দেখে ওষুধ

দেওয়া হয় না, রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, বায়োপসি, ই সি জি ইত্যাদি করা হয়—তেমনি ব্যবস্থাদি এসেছে খেলোয়াড়দের জন্যও। এসব বিবেচনায় আমাদের খেলোয়াড়রা একেবারে পিছিয়ে নন। এশিয়ান গেমসে সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ প্রাপ্তির কৃতিত্ব রয়েছে সেই ১৯৫১-র প্রথম প্রতিযোগিতা থেকে। কমনওয়েলথ দেশসমূহেও কৃতিত্ব কম নয়, এশীয় পর্যায়ে অ্যাথলেটিক্‌সে রেকর্ড অবশ্য বেশী নেই।

তবে প্রথম কৃতিত্ব মিলখা সিং-এর। ১৯৫৮-র ৪০০ মিটার দৌড়ে তিনি ৪৬·৬ সেকেন্ডে রেকর্ড করেছিলেন, ১৯৭০-এ ৮০০ মিটারে রেকর্ড শ্রীরাম সিং-এর। রেকর্ড ছিল ১ঃ ৪৭·৪ সেকেন্ডে। শ্রীরাম ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিক্‌সে এই ইভেন্টে ফাইনাল পর্যায়ে উপনীত হন। সময়ও ভাল করেন ১ঃ ৪৫·৭৭ সেকেন্ডে। এটিও তাঁরই এশীয় রেকর্ড। ১৯৭৪-এ তেহরান এশিয়ান গেমসে লংজাম্পে টি সি যোহাননের ৮·০৭ মিটারের রেকর্ডটি অবশ্য পরের বারই ভেঙে যায়। তেহরানে অ্যাথলেটিকসের কঠিনতম বিষয় ডেকাথলনে বি এস চৌহানের ৭৩৭৫ পয়েন্টে রেকর্ডও কম কৃতিত্বের ছিল না। এশীয় পর্যায়ে আর দুটি রেকর্ড করেন ভারতীয়রা। এশিয়ান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্‌স চ্যাম্পিয়নশিপে দুটিই হয় ১৯৭৫-এ। ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে হারবেল সিং-এর লাগে ৮ঃ ৪৬·৬ সেকেন্ড এবং পুরুষদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে ৩ঃ০৮·২ সেকেন্ড। এই দলে ছিলেন সুচা সিং, উদয় প্রভু, রঞ্জিত সিং ও শ্রীরাম সিং। ট্রিপল জাম্পে ১৬·১১ মিটারের এশীয় রেকর্ডটি করেন মাহিন্দর সিং গিল আমাদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় ১৯৭০-এ।

কিন্তু অ্যাথলেটিক্‌সে কিংবদন্তী হয়ে আছেন মিলখা সিং। স্বদেশে, বিদেশে এই একটি নামই আমাদের মনে আসে। ১৯৬০-এ রোম ওলিম্পিক্‌সে ৮০০ মিটার দৌড়ে মিলখা চতুর্থ হলেও আগেরবারের ওলিম্পিক রেকর্ড (৪৬·৭ সেঃ) ভাঙেন। রোমে তাঁর সময় হয় ৪৫.৬ সেকেন্ড। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে কোনো ভারতীয়ের এমন কৃতিত্ব আজও নেই। রোমের প্রত্যক্ষ-দর্শীরা বলেন, শুধু সময়ের হিসাবে নয় মিলখার মত অমন সুন্দর স্টার্ট, অমন স্টেপিং কদাচিৎ দেখা যায়। দৌড়ের সমাপ্তি রেখায় পৌঁছবার কিছু আগে তিনি যদি পিছনে না তাকাতেন, পদক তো পেতেনই, সময় আরও উন্নত হত। মিলখা অনুশীলন করেছেন মান্ধাতার আমলের সরঞ্জামে, আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগও পাননি। যা করেছেন, নিজের বুদ্ধিতে। তবে অমন পরিশ্রমী, নিষ্ঠা-বান, অধ্যবসায়ী অ্যাথলিট বড় দেখা যায় না। মিলখার দৌড়ের স্টাইল নিয়ে বহুদেশে গবেষণা হয়েছে। একাধিক বিদেশী বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'অমন ছেলে আমরা পেলে বিশ্ব রেকর্ড করাতাম ওকে দিয়ে'। অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য যেমন ফিনল্যান্ডের পাভো নুরমি 'ফ্লাইং ফিন' নামে খ্যাত হন, তেমনি মিলখা সোনা

না জিতলেও আজ দেশে বিদেশে 'ফ্লাইং শিখ' বা 'উড়ন্ত শিখ নামে পরিচিত। পাঞ্জাব সরকারের ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ স্পোর্টস মিলখা এখন স্বরাজ্যে অ্যাথলেটিক্‌সের উন্নয়নে মগ্ন হলেও, তাঁর চিন্তা সারা ভারতকে নিয়েই। পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, হরিয়ানা—এই অঞ্চল জুড়েই আমাদের দেশে অ্যাথলেটিক্‌স চর্চা অধিক। তবে গত কয়েক বছরে দক্ষিণ ভারতে—বিশেষত কেরালা ও তামিলনাড়ু বেশ এগিয়েছে। কিন্তু সার্ভিসেসের মত সুপরিকল্পিত ও নিরবচ্ছিন্ন চর্চা বা অনুশীলন কোনো সংস্থা বা রাজ্য করে না। সার্ভিসেসের এই প্রয়াস শুধু অ্যাথলেটিক্‌সে নয়—সব খেলাতেই পরিব্যাপ্ত। তাই জাতীয় প্রতিযোগিতায় যেমন সার্ভিসেস সব খেলাতেই মূলত শীর্ষে থাকে, তেমনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও আশার আলো দেখা যায়, ওদের মাধ্যমে।

জিমন্যাস্টিক্‌সে

অ্যাথলেটিক্‌সের মত জিমন্যাস্টিক্‌সও খেলাধুলার অন্যতম ভিত হলেও জিমন্যাস্টিক্‌স আজও আমাদের ক্রীড়া পরিচালক এমন কি খেলোয়াড়দের কাছেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। আর সাধারণ মানুষ তো একে সার্কাসের অঙ্গ মনে করেন। পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে আধুনিক সরঞ্জাম থাকলেও বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রসার বাড়েনি। জাতীয় প্রতিযোগিতায় আজও প্রতিটি রাজ্য অংশ নেয় না। শিক্ষিত সমাজ আজও এই খেলাকে গ্রহণ করতে পারেনি। এমন কি সংবাদপত্রেও জিমন্যাস্টিক্‌সকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বলার মত কথা এটি ইনডোর গেমস, কিন্তু জিমন্যাস্টিক্‌সের চব্বিশতম জাতীয় প্রতিযোগিতা হল ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে, এর মধ্যে এবারই প্রথম ইনডোরে (নেতাজী স্টেডিয়াম ঃ কলকাতা) এর আয়োজন করা গেছে।

হকিতে

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বলতে শুনেছি—'আমাদের পঞ্চশীল নয়, আমাদের জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতিও না—ভারতকে সারা বিশ্ব চেনে তার হকির জন্যই'। কথাগুলির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ নেই। অনেক দেশ আছে যারা ভারতকে চেনে না, জানে না। কিন্তু ১৯২৮ থেকে অসংখ্য দেশ, যে সব দেশে ওলিম্পিক্‌সের বাণী পেঁছেছে, তারা জেনে আসছে ভারত নামে একটি দেশ আছে, হকিতে যাদের হারানো অসম্ভব (১৯৬০ থেকে অবশ্য মতটা বদলেছে)। ভারত মানেই হকি, আর হকি মানেই ভারত। ১৯২৮ এ আমস্টার্ডাম থেকে ১৯৫৬'র মেলবোর্ন ওলিম্পিক্‌স পর্যন্ত ভারত প্রতিবারই হকি সোনা জিতে এসেছে। ১৯৬০ এ রোমে স্থান হয় দ্বিতীয়। কিন্তু ১৯৬৪তে টোকিওয় আবার চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬৮তে মেক্সিকোয় ও ১৯৭২ এ মিউনিখে ব্রোঞ্জ। কিছুটা আস্থা

১৯৭৫ এ কুয়ালালামপুরে তৃতীয় বিশ্বকাপ হকি চ্যাম্পিয়ন হওয়ায়। ১৯৭৬ এ মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিক্সে স্থান হয় সপ্তম। তবুও ভারতের হকি-শক্তি বিদেশের দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর বলেই গণ্য হয়েছে। ১৯৮০ তে মস্কোয় ভারত আবার চ্যাম্পিয়ন (এশিয়ান গেমসের কথা অন্যত্র বলা হয়েছে)।

ওলিম্পিক্সে, বিশ্বকাপে ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় সত্তরের দশকে ভারত হকিমর্যাদা হারালেও খেলার জগতে ভারত আজও অন্য কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারে না। হকি মর্যাদা কেমন, তা বোঝা যায় বিদেশে গেলে। ১৯৭২ এ মিউনিখে তো ধ্যানচাঁদের নামে রাস্তা হয়। ভারত এই একটি খেলাই রপ্তানী করছে, যদিও এর আদিভূমি ইউরোপে। যারাই আজ হকিতে উন্নত, তারাই কোচ নিয়েছে ভারত থেকেই। ভারতের হকি প্রকৌশলের সঙ্গে মিশিয়েছে ওরা ফিটনেস ও স্ট্যামিনা, ফুটবলের প্রথা-প্রকরণ এনেছে হকিতে এবং মাঝে মাঝেই তারা আধুনিক হকির প্রবক্তা পাকিস্তান ও ভারতকে বেগ দিয়ে চলেছে।

অনেকে বলেন, ভারতে হকি-চর্চা কমেছে, তাই তারা মর্যাদা হারাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ নয়। সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে, বেড়েছে তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও। তবে প্রতিযোগিতাগুলি কেমন যেন আকর্ষণহীন। কলকাতার কথাই বলি—সেখানকার প্রথম ডিভিশন লীগ এবং বেটন কাপে এখন আর দর্শক মেলে না। অথচ এক দশক আগেও ফুটবলের মতই বেটন কাপ আকর্ষনীয় ছিল। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিংরাও কলকাতায় খেলাকে ভাগ্যবান মনে করতেন। বেটনে অংশ গ্রহণের জন্য দেশের সেরা দলগুলি উদগ্রীব হয়ে থাকত। দেশের সেরা দুটি টুর্নামেন্টের কী চরম অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কমে যাওয়ায় স্থানীয় খেলোয়াড়রাও আগের মতো নিষ্ঠাবান নন। ফলে বাংলা থেকে আর একজন ক্লডিয়াস, আর একজন কেশব দত্ত বা আর একজন গুরবক্স সিং পাওয়া যায় না। তবে বিহার ও ওড়িশায় হকি-চর্চা নিঃসন্দেহে আশার। বিশেষত ওই দু রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এর আকর্ষণ সাগ্রহে লক্ষ্য করার মত। পাঞ্জাবে হকির জনপ্রিয়তা কমেনি, বরং দক্ষিণ ভারতে এর চর্চা অনেক বেড়েছে। তা হলে আমরা পাকিস্তান বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পারছি না কেন? কেউ কেউ বলেন, আমাদের হকি-মান নেমে গেছে। কিন্তু অভিযোগ যথার্থ নয়। তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কমেছে। তা না হলে পেনাল্টি কর্নারগুলো কেন আমাদের খেলোয়াড়রা কাজে লাগাতে পারেন না? সবচেয়ে লক্ষ্য করার স্ট্যামিনা ও স্পিড। অন্যরা আমাদের হারাচ্ছেন এই দুটি বিষয়েও। আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা অ্যাস্ট্রো টার্ফ বা পলিগ্রাসে খেলার সুযোগ পান না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে তাই বিপাকে পড়েন।

অন্যরা জাতীয় দল গড়েন ২০ বা ২৫ বছর বয়সীদের ঘিরে, তাঁরা মাঠে নামেন অসাধারণ শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে। বলা বাহুল্য এব্যাপারেও সবার আগে আসে সেই অ্যাথলেটিক্স ও জিমন্যাস্টিক্সের চর্চা।

আগেই বলেছি—হকি ও ভারত বা ভারত ও হকি শব্দ দুটি অচ্ছেদ্য। কিন্তু এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী একটি নাম। হকির সঙ্গে তাঁকেও অনন্তকাল ধরে স্মরণ করতে হবে। তিনি ধ্যানচাঁদ। সারা বিশ্বে যিনি তাঁর অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য 'হকি যাদুকর' নামেই খ্যাত। ১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬ তিনটি ওলিম্পিক্সেই তিনি ছিলেন বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় দলে। শেষের দুবছর তাঁর সহোদর বিয়াস রূপসিংও একই সঙ্গে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন।

ভূপালের (ঝাঁসি) ছেলে ধ্যান সিং হকি শেখেন সেনাবাহিনীতে সিপাই থাকাকালে। শুধু অধ্যবসায় দ্বারা নিজের জন্মগত প্রতিভাকে এমনভাবে বিকশিত করে তুললেন যে সেনা হকিদল শুধু নয় ভারতীয় দল তাঁকে বাদ দিয়ে গঠিত হত না। এ ১৯২২ সালের কথা। তারপর পাঁচটি বছর কেটেছে। ১৯২৮ সাল। আমস্টার্ডাম ওলিম্পিক্সের জন্য ১৬ জনের ভারতীয় হকি দল ঘোষিত হল। আমস্টার্ডাম পৌঁছবার আগে ভারত কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলল ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি ও বেলজিয়মে। ওলিম্পিক্সে ভারত প্রথম হকি খেলছে এবং ঐতিহাসিক হকি অভিযানের প্রথম খেলা ১৭ মে। জয়পাল সিংএর নেতৃত্বে প্রথম ম্যাচে ভারত ৬-০ গোলে হারাল অস্ট্রিয়াকে। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৯ মে হারাল ৯-০ য় বেলজিয়মকে। একদিন বিশ্রামের পর ২১মে ডেনমার্ককে হারায় ৫-০য়। ২২মে সেমিফাইনালে জেতে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬-০য়। ফাইনাল ২৬মে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সকলের ধারণা ভারত তো জিতবেই। কেননা তিন সপ্তাহ আগে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে তারা হল্যান্ডকে ৮-১ গোলে হারিয়েছিল। কিন্তু আশংকা ভারতীয় শিবিরে নানা ধরনের। ফিরোজ খান ও সৌকত আলি অসুস্থ। খের সিং হাঁটুর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে। অধিনায়ক জয়পালও অসুস্থ। আর যিনি দলের মধ্যমণি, সেই ধ্যানচাঁদের প্রবল জ্বর। সকলের চিন্তা 'কী হয়, কী হয়।' পিনিঙ্গারের নেতৃত্বে দুর্বল ভারত ফাইনাল খেলতে নামল। জ্বর নিয়েই নামলেন ধ্যানচাঁদ। চব্বিশ হাজার দর্শক সেদিন সবিস্ময়ে দেখলেন ভারতীয় হকির কলাকৌশল, দেখলেন ধ্যানের যাদু। হল্যান্ড নিজদেশের দর্শকদের সমর্থন পেল প্রথমার্ধে। কিন্তু বিরতির আগে যখন ভারত ১-০ এগিয়ে গেল, তখন তাদের সমর্থন চলে যায় ভারতের দিকে। সমাপ্তির বাঁশী যখন বাজল, ভারত তখন ৩-০ জিতে গেছে।

১৯২৮ থেকে ভারতীয় হকির জয়যাত্রা। তবে আজ পর্যন্ত ভারতীয় হকির গোলের রেকর্ড ১৯৩২ এ লস এঞ্জেলস ওলিম্পিক্সে। ১১ আগষ্ট দ্বিতীয়

ম্যাচে ভারত ২৪-১ গোলে হারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আর কারুর এ কৃতিত্ব নেই। ওই ম্যাচে ধ্যানচাঁদ গোল করেন আটটি এবং রূপ সিং নয়টি।

১৯৩৬ এ বার্লিন ওলিম্পিক্স ভারতের কাছে শুধু টানা তিনবার হকি সোনা জয়ের জন্য স্মরণীয় নয়। ভারত তখনও পরাধীন। ব্রিটিশ পতাকাই তখন ভারতের পতাকা। কিন্তু পনেরই আগষ্ট জার্মানির বিরুদ্ধে ফাইনালে নামার আগে ভারতীয় দলের এক কর্মকর্তা দলের সকলকে শপথ করালেন জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার সামনে দাঁড় করিয়ে। আশ্চর্য, এগার বছর পরে ঠিক এই দিনেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছিল। ১৯৩৬ এর ১৫ আগষ্ট বার্লিনে উপস্থিত চল্লিশ হাজার দর্শকই ওলিম্পিক্স ফাইনালে আজও সম্ভবত রেকর্ড হয়ে আছে। খালি পায়ে অসাধারণ খেলে ভারতীয়রা ৮-১ গোলে জিতল। ধ্যানচাঁদ ভিকট্রি স্ট্যান্ডে উঠে নিলেন তৃতীয় বারের স্বর্ণ পদক। এরপর তো তিনি কিংবদন্তী।

খেলার কৃতিত্বে ছিলেন 'হকির যাদুকর'। কিন্তু তাঁর ধ্যানচাঁদ নামটির পিছনে একটি ছোট ঘটনা রয়েছে। সেকালে এদেশের সব খেলাধূলার পিছনে এক বাঙালীর অবদান ছিল সর্বাধিক। তিনি পংকজ গুপ্ত। পংকজবাবু তখন 'অ্যাডভান্স' পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক। ধ্যান সিং-এর নামের পাশে 'চাঁদ' শব্দটি জুড়ে দেন। পংকজবাবু এই হকি খেলোয়াড়কে তুলনা করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে। ধ্যান সিংএর কর্মস্থল সামরিক বাহিনীতেও দেখা গেল তিনি ধ্যানচাঁদ হয়ে গিয়েছেন।

ওলিম্পিক্স থেকে যে দলটি ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছিল, স্বর্ণাক্ষরে লেখা সেই দলে ছিলেন ঃ রিচার্ড অ্যালান, এম ই রকি, এল সি হ্যামন্ড, আর এ নরিস, বি ই পিনিঙ্গার, এস এম ইউসুফ, এম ই গুডসির-কালেন, এম এ গেটেলি, জি ই মার্টিনস, ধ্যানচাঁদ, এফ এস সিম্যান। এঁরা ফাইনালে খেলেন। ১৬ জনের দলে ক্রিকেটার মনসুর আলির বাবা ইফতিকারও ছিলেন। তবে দলের সঙ্গে যেতে পারেননি, অক্সফোর্ডএ পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায়।

ক্রিকেটে

সরকারীভাবে টেস্ট ক্রিকেট এখন হয় ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে। বর্ণবৈষম্য নীতিতে বিশ্বাসী বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের টেস্ট ক্রিকেট বন্ধ হয়েছে অন্যান্য

খেলার মতই। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বয়স কম নয়। খেলছে সেই ১৯৩২ থেকে। প্রথম টেস্ট হয়েছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে। কিন্তু ভারত প্রথম জয়লাভ করে ১৯৫২য়। মাদ্রাজের চীপক-এ ওই জয় হয়েছিল ইংল্যান্ডেরই বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারত খেলেছে এবং জয়ীও হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে।

কিন্তু ১৯৭১ এ মার্চ থেকে আগষ্ট—ছয় মাসের ব্যবধানে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডে অজিত ওয়াডেকরের নেতৃত্বে সিরিজ জিতে রাবার লাভের মত কৃতিত্ব ভারতের দীর্ঘ ক্রিকেট ইতিহাসে আর নেই। ১৯৭১এ ওই জয়ের পরে লন্ডনের 'ডেলি মিরর' এর ক্রিকেট ভাষ্যকার নিগেল বেনসন বলেন, "অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ছয়মাস আগে অ্যাসেজ জিতে ইংল্যান্ড বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিল। সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠকে এখন হারাল ভারত। তাই ভারত আজ বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেতাবের অধিকারী।"

কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর ভারত-পাকিস্তান সিরিজ হয়েছে। খেলা হয়েছে অপরাপর দেশের সঙ্গে, তবে ১৯৭১ এর এই সাফল্য বা কৃতিত্বে ভারত আর ফিরতে পারেনি। জয়, ড্র ও পরাজয় নিয়েই সে খেলে চলেছে।

১৯৮১র মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট ফল

কার বিরুদ্ধে	জয়	পরাজয়	ড্র	মোট
ইংল্যান্ড	৭	২৬	২৪	৫৭
অস্ট্রেলিয়া	৮	১৮	২৬	৫২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	১৭	২১	৪৩
নিউজিল্যান্ড	১০	৪	১১	২৫
পাকিস্তান	৪	৩	১৭	২৪

এছাড়া ১৯৮০তে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাইয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারত একটি টেস্ট খেলে। ভারত ওই খেলায় হারে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে টেস্ট রেকর্ডে দেশ আছে সাতটি। এই নিয়েই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বক্রিকেট। মাঝে মাঝে পরাজয়ে হতাশ হলেও ভারত কিন্তু কিছু রেকর্ড নিয়ে বিশ্বের ক্রিকেট অঙ্গনে গর্ব করতে পারে। আর এ গর্ব সুনীল গাভাসকরকে ঘিরেই, যদিও তিনি ডন ব্রাডম্যানের সেঞ্চুরি করার রেকর্ড

ছুঁতে পারেননি ১৯৮১র মার্চ পর্যন্ত। এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটে একই খেলায় সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি আছে চার জনের। তাঁদের অন্যতম গাভাসকর। ১৯৭০-৭১ এ পোর্ট অফ স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে করেছিলেন যথাক্রমে ১২৪ ও ২২০ রান। ওই সিরিজে ৪টি টেস্টে মোট করেন ৭৭৪ এবং গড় ছিল ১৫৪·৮০। বলা বাহুল্য এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ।

টেস্টে ভারতের একটি বিশ্ব রেকর্ড ২৫ বছরেরও বেশী অম্লান রয়েছে। ১৯৫৫-৫৬য় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভিনু মানকড় ও পংকজ রায়ের প্রথম উইকেট জুটিতে হয়েছিল ৪১৩ রান। মানকড় করেছিলেন ২৩১ ও পংকজ ১৭৩। ১৯৫৯-৬০ সিরিজে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে জাসু প্যাটেলের ১২৪ রানে ১৪টি উইকেট প্রাপ্তি আজও অনেকের স্মৃতিচারণের বিষয়।

ক্রিকেট রাজকীয় খেলা। সন্দেহ নেই এতে প্রচুর কাজের সময় নষ্ট হয় এবং এটি ওলিম্পিক্সের অন্তর্ভূক্ত নয়, তবুও টেস্ট ঘিরে যে উন্মাদনা দেখা যায় এবং এর যা জনপ্রিয়তা তা আমাদের 'জাতীয় খেলা' হকি নিয়েও দেখা যায় না। মাঝে মাঝে জনপ্রিয় দলগুলির ফুটবল ম্যাচকেও ম্লান করে টেস্ট ক্রিকেট।

কিন্তু হৈ চৈ ওই বড় খেলা ঘিরেই। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে নানা বয়সের অসংখ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রতিবছর হচ্ছে সারা ভারত জুড়ে। জাতীয় পর্যায়ের রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি এবং ইরানী ট্রফিতে আমাদের টেস্ট তারকারা অংশ নিলেও তাকে কেন্দ্র করে অমন উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয় না। সারা দেশে ক্রিকেটের চর্চা থাকলেও পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত সবচেয়ে এগিয়ে। পূর্বভারতে বৃষ্টির জন্য সংক্ষিপ্ত সিজন। কিন্তু পশ্চিম ভারতে—বিশেষত বোম্বাই এগিয়ে নানা কারণে। প্রথমত সেখানে অসংখ্য প্রতিযোগিতা, সিজনও অনেক বড়। ওদের খেলার সুযোগ অনেক বেশী।

টেস্টে আমাদের বোলার, ব্যাটসম্যানরা অনেকে নানা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু কিংবদন্তী হয়ে আছেন এমনই একজন যিনি ভারতের পক্ষে কোনোদিন টেস্ট খেলেননি। অবশ্য তাঁর খেলার কালে ভারত টেস্ট ক্রিকেট শুরুই করেনি।

ভারতীয় হয়েও ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে। বিশ্ব ক্রিকেটের এই কিংবদন্তী কে, এস, রনজিৎ সিংজী। সৌরাষ্ট্রের রাজ পরিবারের ছেলে রনজিৎ—রাজকুমার পাবলিক স্কুলে পড়ার সময়েই ক্রিকেট শুরু করেন (জন্ম ১৮৭২ ঃ ১০ সেপ্টেম্বর)। ১৮৯২ সালে ইংল্যান্ডের ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সময়েই কলেজ-দলে সুযোগ পান। ১৮৯৩এ হলেন কেম্ব্রিজের

ক্রিকেট ব্লু। এম সি সি-র পক্ষে খেলেন ১৮৯৪ এ। দু বছর বাদে ১৮৯৬ এ অস্ট্রেলিয়া যান ইংল্যান্ড সফরে। যোগ্যতা থাকলেও প্রথম টেস্টে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়নি ব্রিটিশ নন বলেই। এম সি সি-র সভাপতি লর্ড হ্যারিসকে কৈফিয়ৎও দিতে হল দর্শকদের কাছে। দ্বিতীয় টেস্টে রনজিৎ সিংজীকে নিতেই হল। ইংল্যান্ড ব্যাটধারীদের সকলেই যখন ২০-র মধ্যে, তখন এই ভারতীয় করেন ১৫৪ নট আউট। রনজিৎ দুই ইনিংসে করেন ৬২ ও ১৫৪। তাঁর সম্পর্কে বলা হল ওই ম্যাচের পর—'রনজি ইজ দ্য ব্যাটিং ওয়ান্ডার অফ দ্য এজ'। সিরিজে দুই দলের রানের গড়ে তিনি ছিলেন সবার উপরে। ১৮৯৬ সালে ডব্লিউ জি গ্রেসের পঁচিশ বছরের রেকর্ড ভেঙে একই মরসুমে করলেন ২৭৮০ রান। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং গড়ে শীর্ষে (৫৭·৯১)। 'উইজডেন' বিশ্বের সেরা পাঁচজনের অন্তর্ভূক্ত করল রনজিকে।

হাঁপানির জন্য ১৮৯৭-এর মরশুমটি রনজির ভাল যায়নি। তবুও অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে পাঁচটি টেস্টে করলেন ১৭৫ ও ৮ নট আউট, ৭১ ও ২৭, ৬ ও ৭৭, ২৪ ও ৫৫ এবং ২ ও ১২। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচগুলির তিনটি সেঞ্চুরিসহ মোট রান ১১৫৭। টেস্টে রানের গড়ে ইংল্যান্ড দলের দ্বিতীয় (৫০·৭৭)। প্রথম ছিলেন আর্চি ম্যাকলারেন (৫৪·২২)। ১৮৯৮ এ ইংল্যান্ড দল স্বদেশে ফিরল। রনজি কলম্বোয় নামলেন—স্বদেশে (ভারতে) কিছুদিন অতিবাহিত করার জন্য। ১৮৯৯ এ ফিরলেন ইংল্যান্ডে। কিছুদিন তাঁর সঙ্গে ব্যাট ও বলের সম্পর্ক ছিল না। তবুও ইংল্যান্ড দল তাঁকে বাদ দিয়ে তৈরী হতে পারে না, কিন্তু সমালোচকরা ছাড়লেন না। প্রথম টেস্টে বাঁচালেন রনজিই, দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজেয় ৯৩ দ্বারা। ওই সমালোচকরাই পরে স্বীকার করলেন 'রনজি সেভস ইংল্যান্ড'।

১৮৯৫ থেকে ১৯১২ নানা সময়ে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন জামনগরের এই জামসায়েব। মোট ৭২টি সেঞ্চুরি করেছেন।

১৮৯৫ (৪)। ১৫০ সাসেক্স ঃ এম সি সি, লর্ডসে। ১৩৭ সাসেক্স ঃ অক্সফোর্ড হোভে। ১১০ সাসেক্স ঃ মিডলসেক্স, লর্ডসে। ১০০ সাসেক্স ঃ নটস, হোভে।

১৮৯৬ (১০)। ১৭১* সাসেক্স ঃ অক্সফোর্ড, হোভে। ১৬৫ সাসেক্স ঃ ল্যাঙ্কাশায়ার, হোভে। ১৫৪* ইংল্যান্ড ঃ অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার। ১৪৬ এম সি সি ঃ কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজে। ১৩৮ সাসেক্স ঃ ইয়র্কশায়ার, ব্রাডফোর্ডে। ১০০ ও ১২৫* সাসেক্স ঃ ইয়র্কশায়ার, হোভে। ১৪৪* সাসেক্স ঃ গ্লস্টারশায়ার, হোভে। ১০৭ সাসেক্স ঃ সমারসেট, হোভে। ১০০ সাসেক্স ঃ নটস, হোভে।

১৮৯৭ (৫)। ২৬০ সাসেক্স ঃ এম সি সি, লর্ডসে। ১৭০ সাসেক্স ঃ এসেক্স হোভে। ১৫৭ এম সি সি ঃ ল্যাংকাশায়ার। লর্ডসে, ১৪৯ সাসেক্স ঃ হ্যামশায়ার, হোভে। ১২৯* সাসেক্স ঃ মিডলসেক্স, ইস্টবার্ডনে।

১৮৯৭-৯৮(৩)। অস্ট্রেলিয়ার ১৮৯ এ ই স্টডার্ট একাদশ ঃ সাউথ অস্ট্রেলিয়া, এডিলেডে। ১৭৫ ইংল্যান্ড ঃ অস্ট্রেলিয়া, সিডনিতে। ১১২* এ ই স্টডার্ট একাদশ ঃ নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনিতে। ১৮৯৯(৮)। ১৯৭ সাসেক্স ঃ সারে, ওভালে। ১৭৮ সাসেক্স ঃ নটস, হোভে। ১৫৪ সাসেক্স ঃ গ্লস্টার-শায়ার, ব্রিস্টলে। ১২০ সাসেক্স ঃ মিডলসেক্স, লর্ডসে। ১০৭ সাসেক্স ঃ কেম্ব্রিজ, ইস্টব্রাউনে। ১২০ সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, হোভে।

১৯০০(১১)। ২৭৫ সাসেক্স ঃ লেস্টারশায়ার, লেস্টারে। ২২২ সাসেক্স ঃ সমারসেট, হোভে। ২২০ সাসেক্স ঃ কেন্ট, হাভে। ২১৫* সাসেক্স ঃ কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ। ২০২ সাসেক্স ঃ মিডলসেক্স, হোভে। ১৯২* সাসেক্স ঃ কেন্ট, টনব্রিজে। ১৫৮ সাসেক্স ঃ নটস ঃ নটিংহামে। ১৫৮ এ জি ওয়েব একাদশ ঃ কেম্ব্রিজ। ১২৭ সাসেক্স ঃ গ্লস্টারশায়ার, হোভে। ১০৯ সাসেক্স ঃ গ্লস্টার-শায়ার, ব্রিস্টলে। ১০৩ সাসেক্স ঃ সারে, হোভে।

১৯০১ (৮) ২৮৫* সাসেক্স ঃ সমারসেট, টনটনে। ২১৯ সাসেক্স ঃ এসেক্স, হোভে। ২০৪ সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, হোভে। ১৭০* সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, ম্যাঞ্চেস্টারে। ১৩৯ সাসেক্স ঃ উরস্টারশায়ার, উরস্টারে। ১৩৩ সাসেক্স ঃ সমারসেট, হোভে। ১১৫ ইংল্যান্ড ঃ ইয়র্কশায়ার, হেস্টিংসে। ১০০* সাসেক্স ঃ সারে, হোভে।

১৯০২ (৩) ২৩৪* সাসেক্স ঃ সারে, হেস্টিংসে। ২৩০ সাসেক্স ঃ এসেক্স, লেটনে। ১৩৫ সাসেক্স ঃ সারে, ওভালে।

১৯০৩ (৫)। ২০৪ সাসেক্স ঃ সারে, ওভালে, ১৬২* সাসেক্স ঃ গ্লস্টার-শায়ার, হোভে। ১৪৪* সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, হোভে। ১৩২ লন্ডন কাউন্টি ঃ এম সি সি, ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে। ১০৫ সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, হোভে।

১৯০৪ (৮)। ২০৭* সাসেক্স ঃ ল্যাংকাশায়ার, হোভে। ১৭৮* সাসেক্স ঃ সাউথ আফ্রিকান্স, হোভে। ১৬৬* এম সি সি ঃ কেম্ব্রিজ, লর্ডসে। ১৫২ সাসেক্স ঃ সারে, হোভে। ১৪৮ সাসেক্স ঃ ইয়র্কশায়ার, শেফিল্ডে। ১৪২ এম সি সি ঃ অক্সফোর্ড, লর্ডসে। ১৩৫ সাসেক্স ঃ কেন্ট, টনব্রিজ, ওয়েলসে। ১২১ জেন্টলমেন ঃ প্লেয়ার্স, লর্ডসে।

১৯০৮(৩)। ২০০ সাসেক্স ঃ সারে, ওভালে। ১৫৩* সাসেক্স ঃ মিডলসেক্স, লর্ডসে। ১০১ ইংল্যান্ড ঃ এম সি সি। অস্ট্রেলিয়ান দল, স্ক্যারবরোয়।

১৯১২ (৪)। ১৭৬ সাসেক্স ঃ ল্যাঙ্কাশায়ার, হোভে। ১২৮ সাসেক্স ঃ কেন্ট, হোভে। ১১৫ সাসেক্স ঃ অস্ট্রেলিয়ান, হোভে। ১০১ এম সি সি ঃ কেম্ব্রিজ, লর্ডসে।

* তারকা চিহ্নিত রানগুলিতে রনজি নট আউট ছিলেন।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন না। তখন তিনি পশ্চিমভারতের ছোট রাজ্যের শাসক। ১৯১৫য় ইয়র্কশায়ারে শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন। আর এক শিকারীর গুলিতেই তিনি ডান চোখটি হারান। ১৯২০তেও ৪৮ বছর বয়সে ব্যাট বল নিয়ে নেমেছিলেন। তখনও তাঁকে তরুণ ও সমর্থ মনে হত। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ হেস্টিংসে নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে। ১ রানে তিনি আউট হন।

ফুটবলে

ভারতে ফুটবল সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেট টেস্টকে বাদ দিলে কয়েকটি ক্লাব এতই জনপ্রিয় যে মনেই হয়না আমাদের দেশে এর বাইরে মানুষ আর কিছু ভাবতে পারেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, ওরকে, জে সি টি, বি এস এফ, পাঞ্জাব পুলিশ, মফৎলাল, টাটা প্রভৃতি। আই এফ এ শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স, ডি সি এম প্রভৃতি ট্রফির খেলার উপরে রয়েছে ফেডারেশন কাপ, এবং জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির প্রতিযোগিতা। সারা দেশে আরও কত প্রতিযোগিতা আছে, তার যথার্থ হিসাব অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও দিতে পারবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমাদের কৃতিত্ব কিছুই নেই। এশীয় পর্যায়ের বাইরে ভারতীয় ফুটবলের কোনো অস্তিত্বই নেই। আমরা ফুটবল পাগল, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের দল গঠনের জন্য আজও তেমন কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয়নি। অধিকাংশের দৃষ্টি এবং মনোভাব ক্লাবের স্বার্থের দিকে। ক্লাবগুলি মনে করে, ক্লাবের জন্য ট্রফি জয়ই মূললক্ষ্য। অপেশাদারীর নামাবলী গায়ে কোনো কোনো রাজ্যে পেশাদারী ফুটবলের দাপট সার্মগ্রিক মানের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার অন্ধ অনুকরণ নয়—তারা যে সব গুণকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে আমরা তা গ্রহণ করি না। তাই যে এশিয়ায় একদা ভারত ছিল হকির মত ফুটবলেও শ্রেষ্ঠ সে আজ স্থান পাচ্ছে শেষের

সারিতে। তাই বিশ্বকাপ তো দূরের কথা, ওলিম্পিকসেও প্রাথমিক পর্যায় থেকে ভারত হারছে।

দলগত অন্যান্য খেলায়

দলগত অন্যান্য ওলিম্পিকস ইভেন্টেও ভারতের মান উন্নত নয়। বাস্কেটবল ব্যয়সাপেক্ষ, নিয়মকানুনগুলি জটিল। কিন্তু ভলিবল অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ের খেলা, সাধারণের সহজে বোধগম্য। যতদূর জানা গেছে ভারতে রেজিস্টার্ড ভলিবল খেলোয়াড় ফুটবলের মতই, প্রতিযোগিতাও অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ে। বাস্কেটবল ও ভলিবলের কোনোটিতেই ভারত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তো নয়ই, এশিয়াতেও উল্লেখযোগ্য স্থান পায়না। আর একটি দলগত খেলা—ওয়াটার-পোলোতেও ভারতের মান বলার মত নয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে ভাবে চর্চা, অনুশীলন ইত্যাদি করা উচিত তার কণামাত্র ব্যবস্থা আজও এসব বিষয়ে না থাকাতেই এমন শোচনীয় ফল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। আমরা পিছিয়ে টেবল টেনিসেও।

কয়েকটি ব্যক্তিগত খেলায়

কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তিগত খেলায় ভারত যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ব্যাডমিন্টনে প্রকাশ পাডুকোনের নাম আসে সবার আগে। ১৯৮০তে অল ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতায় জিতে তিনি বেসরকারী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রকাশ প্রতিভাবান, তিনি লিয়েম সুই কিং, রুডি হরতনো, স্বেনপ্রী প্রমুখ বিশ্ব-শ্রেষ্ঠদেরও হারিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা অন্যরা যেভাবে এগিয়েছেন, প্রকাশ সেই পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। এর আগে তিনি বিজয়ী হন সুইডিশ ও ডেনিশ প্রতিযোগিতায়।

টেনিসের বিজয় অমৃতরাজকেও আমরা অনেকটা এই পর্যায়ে রাখতে পারি। বিজয় কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছেন দুবার। কিন্তু নানা প্রতিযোগিতায় তিনি একালের শ্রেষ্ঠদের অনেককে হারিয়েছেন। ১৯৮১-র জানুয়ারিতে টেনিস বিশ্বে খেলার নৈপুণ্যে তাঁর স্থান কুড়িতম। আয়ের দিক থেকে তাঁর স্থান প্রথম আটের মধ্যে। দাদা আনন্দকে জুটি নিয়ে বিজয় জিতেছেন অনেক ডাবলসেও। এঁদের কৃতিত্বে ভারত ডেভিস কাপের নানা ম্যাচে সফল হয়েছে। বলা বাহুল্য দিলীপ বসু (প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়ন), রামনাথন কৃষ্ণনরা যে সূচনা করে দিয়ে গেছেন আনন্দ, বিজয়, রমেশ কৃষ্ণনরা (রমেশ ১৯৭৯তে

জুনিয়র উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন) সেই পথেই চলেছেন। ও'র বাবা রামনাথন এই খেতাব জেতেন ১৯৫৪য়। রামনাথন দুবার উইম্বলন্ডন সেমিফাইনালে খেলেন।

আমাদের দেশে অল্পখ্যাত হলেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব বিলিয়ার্ডসে উইলসন জোন্স ও মাইকেল ফেরিরার। উভয়েই একাধিকবার করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে এদের আগে আর কেউ ব্যক্তিগতভাবে এমন সম্মান ভারতে আগে বয়ে আনেননি। ফেরিরা ১৯৭৭এ পামডেল ইনস্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড বিলিয়ার্ডস জেতেন ২,৬৮৩ পয়েন্টে।

ব্যক্তিগতভাবে এগোচ্ছেন আমাদের দাবাড়ুরা। ম্যানুয়েল আরন ও রবিশেখর বিদেশে কিছু খেলায় অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আশার আলো দেখিয়েছেন ১৫ বছরের ছেলে বাংলার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ১৯৮০তে সে ওয়ার্ল্ড সাবজুনিয়র দাবায় পঞ্চম হয়েছে এবং তৃতীয় হয় ওয়ার্ল্ড মাইনর দাবায়। মহারাষ্ট্রের খাদিলকর ভগিনীত্রয় (রোহিনী, বাসন্তী ও জয়শ্রী) নানা প্রতিযোগিতায় জিতলেও রোহিনীই বিদেশীদের নজর কেড়েছেন। তাস, দাবা পাশা তিন কর্মনাশা—এই অভিযোগ আজকাল আর টেকেনা। তাসে—ফার ইষ্ট ব্রিজে (ম্যানিলায়) ভারত ১৯৭৭এ ছিল চ্যাম্পিয়ন।

গ্রেকো রোমান কুস্তিতে এশিয়ার বাইরে ভারতের খ্যাতি নেই। বকসিংএও না। অবশ্য এবার মস্কো ওলিম্পিক্সে ভারত এই দুই বিষয়েই সামান্যের জন্য পদক থেকে বঞ্চিত হয়। ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে, অনেকের ধারণা—ভারত বুঝি এগিয়ে। কিন্তু বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি জায়গায় 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' নামে যে প্রদর্শনী লড়াই হয় এবং 'বিশ্ববিজয়ী' ঘোষণা করা হয় তা ঘরোয়া ব্যাপার, আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুমোদিত নয়। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের তালিকার মধ্যে এরা কেউ নেই। ভারত ভারোত্তোলনেও তেমন কিছু করেনি। কৃতিত্ব যা কিছু কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমসে।

ভারতীয় খেলায়

দুটি ভারতীয় খেলা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। একটি কবাডি ও অন্যটি খো খো। কবাডি অপেক্ষা খো খো শ্রমসাধ্য এবং নিয়মও কিছুটা জটিল। তাই কবাডি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কবাডির জাতীয় প্রতিযোগিতায় সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন ইউনিট যেভাবে সাড়া দেয়, তেমন ভাবে আর কোনো খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না। ভারতীয় কবাডি ফেডারেশনের চেষ্টায় কবাডি এখন আন্তর্জাতিক রূপ নিতে চলেছে। এদেরই প্রয়াসে দুবার ভারত ঃ বাংলাদেশ টেষ্ট সিরিজ হয়েছে। গঠিত হয়েছে

এশীয় সংস্থাও। ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, জাপান প্রভৃতি এর সদস্য। সম্প্রতি একজন ভারতীয় কোচ জাপানে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। ওদেশে কবাডি প্রতিযোগিতাও হচ্ছে নিয়মিতভাবে। আপাতত স্থির আছে ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসে কবাডি থাকবে প্রদর্শনী গেম। ১৯৮০তে কলকাতায় প্রথম এশীয় কবাডি প্রতিযোগিতা উল্লেখ্য ঘটনা। ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয় খেলা এশিয়াডে স্থান পায়নি। অসাধারণ শারীরিক সক্ষমতা, প্রখর বুদ্ধি এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের এই দলগত খেলাটি অদূর ভবিষ্যতে আরও বড় কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্থান পেতে পারে। এমন স্বল্পব্যয়ের খেলা সম্ভবত কোনো দেশে আর নেই।

সরকারী খেতাব কারা পেয়েছেন

পদ্মভূষণ

১৯৫৬ ধ্যানচাঁদ (হকি) সি কে নাইডু (ক্রিকেট)

১৯৫৮ হনুত সিং (পোলো), ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ কুমার ডঃ বিজয় আনন্দ (ভিজি, ক্রিকেট)

১৯৬৬ নওয়াং গোম্বু ও সোনাম গিয়াৎসো (পর্বতারোহণ)

১৯৬৭ মিহির সেন (সাঁতার), রামনাথন কৃষ্ণণ (টেনিস)

১৯৭২ অশ্বিনীকুমার (হকি প্রশাসক)

১৯৮০ সুনীল গাভাসকর (ক্রিকেট)

পদ্মশ্রী

১৯৫৭ বলবীর সিং (হকি)

১৯৫৮ দিগ্বিজয় সিং (বাবু, হকি)

১৯৫৯ মিহির সেন (সাঁতার), মিলখা সিং (অ্যাথলেটিক্স)

১৯৬০ জাসু প্যাটেল ও বিজয় হাজারে (ক্রিকেট)

১৯৬১ গিয়ান সিং (পর্বতারোহণ)

১৯৬২ গোষ্ঠ পাল (ফুটবল), নরী কন্ট্রাক্টর ও পলি উমরিগড় (ক্রিকেট), রামনাথন কৃষ্ণন (টেনিস)

১৯৬৩ মুস্তাক আলি (ক্রিকেট)

১৯৬৪ চরণজিত সিং (হকি), এম জে গোপালন (ক্রিকেট), নওয়াং গোম্বু (পর্বতারোহণ)

১৯৬৫ ডি বি দেওধর (ক্রিকেট), উইলসন জোন্স (বিলিয়ার্ডস)

১৯৬৬ নরেন্দ্র কুমার, অবতার সিং চিমা, সোনাম ওয়াংগাল, চন্দ্র প্রসাদ ভোরা, আং কামি, হরিশচন্দ্র রাওয়াত, হরপাল সিং আহলুওয়ালিয়া, ফু দোরাজি ও কিষাণলাল (পর্বতারোহণ)

১৯৬৭ মনসুর আলি খান (ক্রিকেট), পৃথিবপাল সিং ও এস লক্ষ্মণ (হকি), পি এম যোসেফ (লক্ষীবাঈ কলেজের অধ্যক্ষ)

১৯৬৯ চাঁদু বোরদে (ক্রিকেট)

১৯৭০ বিষণ সিং বেদী ও এরাপল্লী প্রসন্ন (ক্রিকেট)

১৯৭১ চাঁদগীরাম (কুস্তি), ঘোস মহম্মদ (টেনিস), গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (ক্রিকেট), লেসলি ক্লডিয়াস (হকি), শৈলেন মান্না (ফুটবল)

১৯৭২ অজিত ওয়াড়েকর ও ভাগবৎ চন্দ্রশেখর (ক্রিকেট)

১৯৭৩ ফারুকজি মানেকজি এঞ্জিনিয়ার (ক্রিকেট)

১৯৭৪ লেঃ কম্যান্ডার যোগীন্দর সিং (পর্বতারোহণ)

১৯৭৭ পঙ্কজ রায় (ক্রিকেট)

অর্জুন

১৯৬১ গুরবচন সিং রণধাওয়া (অ্যাথলেটিক্স), নন্দু নাটেকর (ব্যাডমিন্টন), সরবজিত সিং (বাস্কেটবল), বাডি ডি সুজা (বক্সিং), ম্যানুয়েল অ্যারন (দাবা), সেলিম দুরানি (ক্রিকেট), প্রদীপ ব্যানার্জি (ফুটবল), পি জি শেঠি (গলফ), শ্যামলাল (জিমন্যাস্টিক্স), পৃথিবপাল সিং ও অ্যান লামসডেন (হকি), প্রেম সিং (পোলো), কার্নি সিং (শুটিং), কে এস জৈন (স্কোয়াশ), জেম রাজরঙ্গী প্রসাদ (সাঁতার), জে সি ভোরা (টেবিল টেনিস) রামনাথন কৃষ্ণ (টেনিস), এ পালানিস্বামী (ভলিবল), অলোকনাথ ঘোষ (ভারোত্তোলন) ও উদয়চাঁদ (কুস্তি)।

১৯৬২ তারলোক সিং (অ্যাথলেটিক্স), মীনা শা (ব্যাডমিন্টন), উইলসন জোন্স (বিলিয়ার্ডস), পদ্ম বাহাদুর মাল (বক্সিং), তুলসীদাস বলরাম (ফুটবল), নরেশ কুমার (টেনিস), নৃপজিত সিং (ভলিবল), লক্ষ্মীকান্ত দাস (ভারোত্তোলন), মালওয়া (কুস্তি)।

১৯৬৩ স্টেফি ডি সুজা (অ্যাথলেটিক্স), চুনী গোস্বামী (ফুটবল), এ এস মালিক (গলফ), চরণজিত সিং (হকি), ঠাকুর কিষেণ সিং (পোলো), কে ঈশ্বর রাও (ভারোত্তোলন), জি আন্দালকর (কুস্তি)

১৯৬৪ মাখন সিং (অ্যাথলেটিক্স), মনসুর আলি খান (ক্রিকেট), জার্নেল সিং (ফুটবল), এস লক্ষ্মণ (হকি), হনুত সিং (পোলো), গৌতম দেওয়ান (টেবিল টেনিস), বিশ্বম্ভর সিং (কুস্তি)।

১৯৬৫ লেঃ কঃ এম এস কোহলি, গুরদয়াল সিং, মুলুক রাজ, এইচ সি এস রাওয়াত, ক্যাপ্টেন এইচ এস আহলুওয়ালিয়া, ক্যাপ্টেন এ এস চিমা, নওয়াং গম্বু, আং কামি, ক্যাপ্টেন এ কে চক্রবর্তী, জি এস ভাঙ্গু, লেঃ বি এল রানা, মেজর এন কুমার, সি পি ভোরা, সোনাম গিয়াস্টো, সোনাম ওয়াংগিয়াল, ক্যাপ্টেন এইচ ভি বহুগুণা স্বর্গত ক্যাপ্টেন পি বি সিং, ক্যাপ্টেন জে সি যোশি, ডঃ ডি ভি তেনাং ও সি বালকৃষ্ণন (ভারতীয় এভারেস্ট বিজয়ী দল), কে এল পাওয়েল (অ্যাথলেটিক্স), দীনেশ খান্না (ব্যাডমিন্টন), বিজয় মঞ্জরেকর (ক্রিকেট), অরুণ ঘোষ (ফুটবল), উধম সিং ও এলভেরে ব্রিটো (হকি), বলবীর সিং (ভারোত্তোলন)

১৯৬৬ আজমের সিং ও বি এস বড়ুয়া (অ্যাথলেটিক্স), হাওয়া সিং (বক্সিং), চাঁদু বোরদে (ক্রিকেট), ইউসুফ খান (ফুটবল), ভি জে পিটার, গুরবক্স সিং ও সুনিতা পুরী (হকি), জয়দীপ মুখার্জি (টেনিস), রিমা দত্ত (সাঁতার), মোহনলাল ঘোষ (ভারোত্তোলন), ভীম সিং (কুস্তি), ঊষা সুন্দররাজ (টেবিল টেনিস)

১৯৬৭ প্রাভীনকুমার ও ভীম সিং (অ্যাথলেটিক্স), সুরেশ গোয়েল (ব্যাডমিন্টন), খুশি রাম (বাস্কেটবল), অজিত ওয়াড়েকর (ক্রিকেট), পিটার থঙ্গরাজ (ফুটবল), আর কে পীতম্বর (গলফ), হরবিন্দর সিং, জগজিত সিং ও মহীন্দর লাল (হকি), প্রেমজিত লাল (টেনিস), অরুণ সাহা (সাঁতার), ফারুখ খোদাইজি (টেবল টেনিস), এস জে গ্যাব্রিয়েল (ভারোত্তোলন), মুক্তিয়ার সিং (কুস্তি)

১৯৬৮ যোগীন্দর সিং ও মনজিত ওয়ালিয়া (অ্যাথেলেটিক্স), গুরদয়াল সিং (বাস্কেটবল), ডেনিস স্বামী (বক্সিং), এরাপল্লী প্রসন্ন (ক্রিকেট), বলবীর সিং (হকি), কুমারী রাজ্যশ্রী (শুটিং)

১৯৬৯ হরনেক সিং (অ্যাথলেটিক্স), দীপু ঘোষ (ব্যাডমিন্টন), হরি দত্ত (বাস্কেটবল), বিষাণ সিং বেদী (ক্রিকেট), ইন্দর সিং (ফুটবল), ভুবনেশ্বরী কুমারী (শুটিং), বৈদ্যনাথ নাথ (সাঁতার), অনিল নায়ার (স্কোয়াশ), মীর কাশিম আলি (টেবল টেনিস), চাঁদগী রাম (কুস্তি)

১৯৭০ মহীন্দর সিং গিল (অ্যাথলেটিক্স), দময়ন্তী তাম্বে (ব্যাডমিন্টন), আব্বাস মন্তাসির (বাস্কেটবল), মাইকেল ফেরিরা (বিলিয়ার্ডস), জে পিতছায়া (বল ব্যাডমিন্টন), দিলীপ সরদেশাই

(ক্রিকেট), সৈয়দ নায়িমুদ্দীন (ফুটবল), অজিতপাল সিং (হকি), এস বি পরব (খো খো), গুডালোর জগন্নাথ (টেবল টেনিস), এস জে কন্ট্রাক্টর (ইয়টিং), অরুণকুমার দাস (ভারোত্তোলন)

১৯৭১ এডওয়ার্ড সিকোয়েরা (অ্যাথলেটিক্স), শোভা মূর্তি (ব্যাডমিন্টন), মনমোহন সিং (বাস্কেটবল), এম ভেনু (বক্সিং), এস বেঙ্কটরাঘবন (ক্রিকেট), চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ (ফুটবল), পি কৃষ্ণমূর্তি (হকি), অচলা সুবেরাও দাবড়ে (খো খো), ভীম সিং (শুটিং), কাইটি খোদাইজি (টেবল টেনিস), ভানওয়ার সিং (সাঁতার) শ্যামলাল সাওয়ান (ভারোত্তোলন)

১৯৭২ বিজয় সিং চৌহান (অ্যাথলেটিক্স), প্রকাশ পাড়ুকোন (ব্যাডমিন্টন), কুমারী জয়াম্মা শ্রীনিবাসন (বল ব্যাডমিন্টন), সতীশ মোহন কুমার (বিলিয়ার্ডস), হাবিলদার চন্দ্রায়া নারায়নন (বকসিং), ভগবৎ চন্দ্রশেখর ও একনাথ চোন্ডু সোলকার, শ্রীমতী অঞ্জলি এন দেশাই (গলফ), মাইকেল কিন্ডো (হকি), সদানন্দ মহাদেব শেঠি (কবাডি), উদয়ন চিনুভাই (শ্যুটিং), বলবন্ত সিং (ভলিবল), অনিল কুমার মন্ডল (ভারোত্তোলন), প্রেমনাথ (কুস্তি)

১৯৭৩ হাবিলদার শ্রীরাম সিং (অ্যাথলেটিক্স), এ কারিম (ব্যাডমিন্টন), সুরেন্দ্র কুমার কাটারিয়া (বাস্কেটবল), হাবিলদার মেহতাব সিং (বকসিং), শ্যাম স্রফ (বিলিয়ার্ডস), খান মহম্মদ খান (ইকোয়েষ্ট্রিয়ান), মগন সিং রাজভি (ফুটবল), বিক্রমজিত সিং (গলফ), এম পি গনেশ ও ডাঃ কুমারী ওটিলিয়া মাসকারেনাস (হকি), ভোলানাথ গুঁই (কবাডি), নীরজ বাজাজ (টেবিল টেনিস), শ্রীমতী জি মুলিনি রেড্ডি (ভলিবল), জগরূপ সিং (কুস্তি), আফসার হোসেন (ইয়াটিং), টিঙ্গু খাটাউ (সাঁতার), কুমারী ভাবনা হাসমুখলাল পারিখ (খো খো)

১৯৭৪ টি সি যোহানন ও শিবনাথ সিং (অ্যাথলেটিক্স), অশোক কুমার ও কুমারী আজিন্দর কাউর (ব্যাডমিন্টন), নীলিমা চন্দ্রকান্ত সরোলকর (খো খো), বিজয় অমৃতরাজ (টেনিস), কুমারী মঞ্জরী ভার্গব (ডাইভিং), অবিনাশ সারং (দূরপাল্লা সাঁতার), এস ভেলাইস্বামী (ভারোত্তোলন), অনিল কুমার পুঞ্জ (বাস্কেটবল), সতপাল (কুস্তি), অঞ্জন ভট্টাচার্য (প্রতিবন্ধী ক্রিকেট)

১৯৭৫ হরিচাঁদ ও কুমারী অনসূয়া বাঈ (অ্যাথলেটিক্‌স), দাবিন্দর আহুজা (ব্যাডমিন্টন), এল এ ইকবাল (বল ব্যাডমিন্টন), সুনীল মনোহর গাভাসকর (ক্রিকেট), হনুমান সিং (বাস্কেটবল), অমর সিং (সাইক্লিং), এস কে জামশেদ (গলফ), বি পি গোবিন্দ ও কুমারী রূপা সাইনি (হকি), মন্টু দেবনাথ (জিমন্যাস্টিক্‌স), কুমারী বসন্ত নাগরকর ও শ্রীরঙ্গ জনার্দন ইনামদার (খো খো), মেজর ভি পি সিং (পোলো), রনবীর সিং ও কুমারী কে সি এলাম্মা (ভলিবল), দলবীর সিং (ভারোত্তোলন), কুমারী স্মিতা দেশাই ও এম এস রানা (সাঁতার)

১৯৭৬ জিমি জর্জ (ভলিবল), স্যাম ক্রিস্টডাস (বল ব্যাডমিন্টন), গীতা জুৎশি ও বাহাদুর সিং (অ্যাথলেটিক্‌স), এস আর ধারওয়াডকর, (খো খো), লেঃ কঃ এইচ এস সোঁধি (ইকোয়েস্ট্রিয়ান), কে বালমুরুগণন্দম (ভারোত্তোলন), শান্তা রঙ্গস্বামী (ক্রিকেট), অমি ঘিয়া (ব্যাডমিন্টন), শৈলজা সালোখে (টেবিল টেনিস)

১৯৭৭-৭৮ জি আর বিশ্বনাথ (ক্রিকেট), হরচরণ সিং (হকি), কুমারী কানোয়াল ঠাকুর সিং (ব্যাডমিন্টন), টি বিজয়রাঘবন (বাস্কেটবল), বি এস থাপা (বক্সিং), কুমারী সীতা রাওলে (গলফ), কুমারী লোরেন ফার্নান্ডেজ (হকি), এম টি সেলভান (ভারোত্তোলন), এ রামানা রাও (ভলিবল), সতীশ কুমার (অ্যাথলেটিক্‌স—প্রতিবন্ধী)

১৯৭৮-৭৯ গুরদেব সিং (ফুটবল), সুরেশবাবু ও কুমারী অ্যাঞ্জেল মেরি (অ্যাথলেটিক্‌স), নিরুপমা মানকড় (টেনিস), সুরীন্দর মংগিয়া (ইয়াটিং), মিনতি মহাপাত্র (সাইক্লিং), রনধীর সিং (শ্যুটিং), কুট্টি কৃষ্ণ (ভলিবল), অরবিন্দ সাবুর (স্নুকার), মলয় রায় (বডি বিল্ডিং), সুব্রত দত্ত (পাওয়ার লিফটিং), শকুন্তলা খাটাউকর (কবাডি), সি মাচাইয়া (বক্সিং), রাজিন্দর সিং (কুস্তি), ই করুনাকরন (ভারোত্তোলন), এস কারমানি (প্রতিবন্ধীদের খেলা)।

১৯৭৯-৮০ কপিল দেব (ক্রিকেট), বাসুদেবন ভাস্করন, রেখা মুনাপ্পান (হকি), সুরেশ মিশ্র (ভলিবল), ইন্দু পুরী (টেবল টেনিস), রামস্বামী জ্ঞানশেখরন (অ্যাথলেটিক্‌স), সুনীল পাত্র (বডি বিল্ডিং), ওম প্রকাশ (বাস্কেটবল), মেজর আর কে মনচন্দা (স্কোয়াশ), বকশিস সিং (বক্সিং) ও প্রসুন ব্যানার্জি (ফুটবল)।

দূর পাল্লার সাঁতারে

সাঁতারের ওলিম্পিক ইভেন্টগুলিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য নেই। পদক যা এসেছিল, এশিয়ান গেমসের শুরুতেই। কিন্তু দূরপাল্লার সাঁতারে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাফল্যের ধারাবাহিকতা দেখা গেছে। ভারত থেকে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে সফল হয়েছেন ওই সময়ের মধ্যে মিহির সেন (১৯৫৮), ডাঃ বিমল চন্দ (১৯৫৯), নীতিন রায় (১৯৬২) ও আরতি সাহা—এখন গুপ্ত (১৯৫৯)।

টেনিসে যেমন উইম্বলডন, ব্যাডমিন্টনে যেমন অল ইংল্যান্ড, ফুটবলে যেমন বিশ্বকাপ,—তেমনি দূর পাল্লার সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নয় বা রেকর্ড সময়ে অতিক্রম নয়—পার হলেই কৃতিত্ব। ইংলিশ চ্যানেল পার হলেই খ্যাতি। ভারতের প্রথম চ্যানেল সাঁতারু হিসাবে বেশ কয়েকবার ব্যর্থতার পর মিহির সেনের সাফল্য ওলিম্পিক সোনা জয় অপেক্ষাও যেন কৃতিত্বের ছিল।

আর আরতি সাহা তো হন এশিয়ার নানা পত্রিকার শিরোনাম। শুধু ভারতের নন, সারা এশিয়া থেকে তাঁর আগে কোনো মেয়ে সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেননি।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চ্যানেল সাঁতারু ব্রজেন দাসের উৎসাহে এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সক্রিয় সাহায্যে আরতি সাহা কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেননি। ব্রেস্ট স্ট্রোকের স্প্রিন্টার এবং ১৯৫২-র ওলিম্পিক্সে ভারতের এই প্রতিনিধি ১৯৫৯-এর ২৭ আগষ্ট রাত একটায় ফ্রান্সের সমুদ্রতীর থেকে জলে ঝাঁপিয়ে ১৪ ঘন্টা ২০ মিনিট পর ভগ্নহৃদয়ে উঠে পড়েছিলেন।

বিদেশে কপর্দকহীন, ব্যর্থতার হতাশা। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়—কোনো বাধাই দুর্লঙ্ঘ থাকে না। একমাস পরে ২৯ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় আবার ফরাসী উপকূলে ঝাঁপ। ১৬ ঘন্টা ২০ মিনিটে উত্তাল সমুদ্র পার হয়ে ভারতের আরতি সাহা অসাধ্য সাধন করলেন।

চ্যানেল সাঁতারের ইতিহাসে সমগ্র এশিয়ার মেয়েদের মধ্যে আরতি সাহা নিঃসন্দেহে আলোক বর্তিকা। কিন্তু সারা বিশ্বের দূর পাল্লার সাঁতারে মিহির সেনের জুড়ি আজও নেই।

ওড়িশার গোপালপুর, পুরী, বোম্বাইয়ের সমুদ্র জলে যাঁর প্রশিক্ষণ, পরবর্তী কালে তিনি শুধু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেই ক্ষান্ত থাকেননি। ইংলিশ চ্যানেল পার হতে গিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যারিস্টার মিহির সেন। কিন্তু অদম্য উৎসাহ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সমুদ্র জলে। আবার অনুশীলন, আবার অর্থসংগ্রহ। অবশেষে ১৯৫৮-র ২৭ সেপ্টেম্বর ১৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিটে যখন প্রথম ভারতীয় মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন, তখন ইংল্যান্ডের ভারতীয়রা যেমন, তেমনি সারা ভারতেও ছিল খুশির বন্যা। কেউ কেউ বলেন তাঁকে—'মিহির, তুমি একালের রবার্ট ব্রুস। এমন ধৈর্য, এমন নিষ্ঠা, এমন অধ্যবসায় আমাদের যুব সমাজকে প্রেরণা দেবে। তুমি নতুন যৌবনেরই দূত।'

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬। প্রায় আট বছর কাটল। এবার তাঁর লক্ষ্য, পরিকল্পনা ভিন্ন ধরণের। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সরকারী স্বীকৃতি ('পদ্মশ্রী'), জনসাধারণের প্রাণঢালা অভিনন্দন তাঁকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। 'নতুন কিছু করতে হবে', 'ভারতের ঘুণধরা তারুণ্যে জোয়ার আনতে হবে।' জওহরলাল নেহরু ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আশীর্বাদ ও সাহায্য নিয়ে তিনি অনেক এগোলেন, কিন্তু পরিকল্পনাগুলি যখন মাঝ পথে, তখন ওঁদের বিয়োগ মিহির সেনের লক্ষ্যে বাধা এল। দেরীও হল তাই পরিকল্পনা রূপায়নে।

তাঁর প্রথম লক্ষ্য পক প্রণালী অতিক্রম। কিন্তু বিপদ অনেক। পক প্রণালীর তুলনায় ইংলিশ চ্যানেল তো রীতিমত শান্ত। যেমন সব পর্বতকে বোঝা যায়, কিন্তু হিমালয়কে বোঝা যায় না—তেমনি সব সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, তারা কখন কেমন থাকে যেন ছকে বাঁধা, কিন্তু ভারত মহাসাগরের গতি-বিধি ঈশ্বরেরও অজানা। তার উপরে একরকম স্রোত, ভিতরে অন্যরকম। জলের মধ্যে সর্বদা বিচরণ করছে বিষধর সর্পকুল। আর সমুদ্র-ঝড় কখন, কীভাবে উঠবে কেউ জানেনা। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের স্থির জলে মাসের পর মাস তবুও অনুশীলন করলেন। সমস্ত প্রস্তুতির পর ১৯৬৬-র এপ্রিলে পেঁাছলেন সিংহলের (এখন শ্রীলংকা) তলাইমান্নার। ৫ তারিখ সকাল ৫টা ৪০ মিনিটে মিহির সেন ভারত মহাসাগরের জলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ৪০ মাইল অতিক্রম করতে ১২ থেকে ১৫ ঘন্টার বেশী লাগবে না। কিন্তু সারাদিন, সারা রাত কেটে গেল। সমুদ্র জলে অবস্থান করেই মিহির সেন একটি পূর্ণিমা রাতকে দেখলেন। ধনুষ্কোডি পেঁাছলেন পরদিন সকাল ৭টা ২৪ মিনিটে। লাগল ২৫ ঘন্টা ৩৬ মিনিট।

সমগ্র দেশ আবার উৎসাহিত করল তাকে। পক প্রণালীর পর সারা বিশ্বের আরও কয়েকটি 'প্রণালী' অতিক্রমের পরিকল্পনা নিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর

উদ্দেশ্য ঃ বিভিন্ন মহাসাগর জয়। জিব্রাল্টর অতিক্রম করে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা গেলেন ওই বছরেই ২৪ আগষ্ট ৮ ঘন্টা ১ মিনিটে। ১২ সেপ্টেম্বর পার হলেন দার্দানেলিস প্রণালী—ইউরোপের গালিপোলি থেকে গেলেন এশিয়া মাইনরের সিদলবাহির-এ। লাগল ১৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট। তাঁর শেষ লক্ষ্য ঃ পানামা খালের পুরোটা পার হওয়া। অক্টোবরের শেষ দিনে পেঁছলেন শেষ প্রান্তে; লাগল ৩৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

খেলার মাঠে—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ না নিয়ে এমন কৃতিত্ব আর কারুর নেই। মিহির সেন তাই 'গিনেস বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে'ও স্থান পেয়েছেন।

ওলিম্পিক ইভেন্টের ফ্রিস্টাইল, বাটারফ্লাই, ব্রেস্ট স্ট্রোক, ব্যাক স্ট্রোক ইত্যাদিতে নেমে এশিয়াডে বা আরও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক প্রাপ্তি নিশ্চয়ই উৎসাহিত করে। কিন্তু দূর পাল্লার সাঁতার তো সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টেরই সমাহার। আর সমুদ্র সাঁতার রীতিমত ঝুঁকির।

মিহির সেন, ডাঃ বিমল চন্দ, নীতিন রায় ও আরতি সাহা এবং পক প্রনালী অতিক্রমকারী আর এক সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ বহুকাল আমাদের তারুণ্যকে উজ্জীবিত করবে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলা

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের অবদানের কথা উঠলে প্রথমেই মনে আসা উচিত বাংলার কথা। কারণ বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা, এখন যাকে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' বলা হয়—সেই ওলিম্পিক গেমস থেকে ভারতের হয়ে প্রথম পদকটি জেতেন বাংলারই একজন। ওলিম্পিক রেকর্ড বই খুললে দেখা যাবে—১৯০০ সালে আধুনিক ওলিম্পিক্সের দ্বিতীয় (প্রথম—এথেন্স ১৮৯৬) অনুষ্ঠানে প্যারিসে পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড়ে যিনি রুপো জিতেছিলেন, তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র নরম্যান প্রিচার্ড। সরকারীভাবে তখন ভারত অংশ নিত না ওলিম্পিক্সে, তবে নরম্যান ভারতীয় নাগরিক রূপেই প্যারিস ওলিম্পিক্সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যেহেতু অ্যাথলেটিক্স সব খেলার ধারক ও বাহক, তাই নরম্যান প্রিচার্ডকে নিয়ে বাংলা অনন্তকাল ধরে গর্ব করবে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তিনিই ভারতের প্রথম 'শান্তি-দূত'।

কিন্তু সারা বিশ্বে অ্যাথলেটিক্স যত গুরুত্বই পাক, বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবল। অনেকের মনে হয়—এটাই আমাদের জাতীয় খেলা। তবে এই জনপ্রিয় ফুটবলে আমরা অনেক পিছিয়ে, অবশ্য এশীয় প্রতিযোগিতায় অতীতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে বাংলার খেলোয়াড়দের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫১-য় ছয় দেশের প্রতিযোগিতায় ভারত সোনা জেতে শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে। এশিয়াডে ভারতের শেষ সোনা আসে ১৯৬২-তে জাকার্তা থেকে। চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে সেবার দলে ছিলেন বাংলার প্রদ্যোত বর্মণ, অরুণ ঘোষ, জার্নেল সিং, প্রশান্ত সিংহ, প্রদীপ ব্যানার্জি ও বলরাম। এশিয়ান অলস্টার দলে জার্নেলের নির্বাচন এবং সুধীর কর্মকারের এশিয়ার 'অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার' আখ্যায় বাংলার ফুটবলই গৌরবান্বিত হয়েছে। ফুটবল দল ওলিম্পিকেও অংশ নেয় কয়েকবার। কিন্তু তেমন সাফল্য আসেনি। ১৯৫৬-য় মেলবোর্ন ওলিম্পিক্সে সমর (বদ্রু) ব্যানার্জির নেতৃত্বে ভারত সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তবে ক্রিকেটে শরদিন্দু (শুঁটে) ব্যানার্জি, প্রবীর সেন ও পঙ্কজ রায় আজও অম্লান। শুঁটে ব্যানার্জি ১৯৪৬-এ ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে ওভালে সারের বিরুদ্ধে চাঁদু সরবর্টের (১২৪ নট আউট) জুটিতে যে ২৪৯ রান করেন, তা আজও (শুঁটে—১২১ রান) দশম উইকেটের বিশ্ব রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম

উইকেটে বিশ্ব রেকর্ড (৪১৩) হয় ভিনু মানকড় (২৩১) ও পংকজ রায়ের (১৭৩) জুটিতে ১৯৫৫-৫৬ মরশুমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে। পংকজ রায়ের পর সুব্রত গুহ এবং তাঁর ভাইপো অম্বর রায় বাংলা থেকে টেস্ট দলে এলেও সফল হননি। সফল হননি গোপাল বসুও। অধিক বয়সে সুযোগ পেয়ে দিলীপ দোশি অবশ্য ১৯৭৯ তে স্বদেশে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেশ খেলেছেন, ১৯৮১ তে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েও নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখেন।

কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটাররূপে স্বাধীনতার পরেই উইকেট রক্ষক প্রবীর সেনের কৃতিত্ব স্মরণীয়। মোট টেস্ট খেলেছেন ১৪টি, ১৯৪৭এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩, ১৯৪৮এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫, ১৯৫১য় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২, ১৯৫২-য় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২ ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট খেলেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে (১৯৪৭-৪৮) স্যার ডন ব্রাডম্যান স্টাম্পড হন প্রবীরের দ্বারা। ১৯৫২-য় মাদ্রাজে ভারত প্রথম টেস্ট জেতে (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে) মূলত প্রবীরের জন্য। তাঁর হাতে পাঁচজন স্টাম্পড হন।

নরম্যান প্রিচার্ডের পর প্রায় ৮১ বছর অতিক্রান্ত। অ্যাথলেটিক্সে বাংলায় পুরুষ ও মেয়েরা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পদক জিতলেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তেমন সফল হননি কেউ। কেবল মেয়েদের সুব্রতা দেবনাথ (পাল) থ্রো ইভেন্টে সিংগাপুরে পেস্তা সুকান প্রতিযোগিতায় পদক জেতেন। তারপর রীতা সেন জাপানে এশীয় ট্রাক ও ফিল্ড প্রতিযোগিতায় পদক জিতে এশীয় দলে নির্বাচিত হন ১৯৭৯ তে মন্ট্রিয়লের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের জন্য।

টেনিসে কৃতিত্ব বাংলার দিলীপ বসুর (এখন অল ইন্ডিয়া লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক) প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। সুমন্ত মিশ্র এবং তারপর জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিতলাল টেনিসে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ব্যাডমিন্টনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষের। টেনিসে যেমন আখতার আলি, জয়দীপ, তেমনি ব্যাডমিন্টনে দীপু পরবর্তী কালে কোচ হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে।

বিশ্ব টেবিল টেনিস সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলেছেন রূপা ব্যানার্জি (মুখার্জি) ও ইন্দুপুরী (এখন দিল্লীতে)। উভয়েই জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। রূপা এখন কানাডার বাসিন্দা। তিনি বিশ্বের সেরা উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়ং সুন সহ প্রথম সারির সকলকেই হারিয়েছেন, হয়েছেন কানাডার পয়লা নম্বরও। ইন্দুও পরাস্ত করেছেন আন্তর্জাতিক খেতাবধারীদের।

তাস, দাবা, পাশা অতীতে 'কর্মনাশা' আখ্যাত হলেও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অনেক খেলা অপেক্ষা এর সম্মান কম নয়। বিশেষত ব্রিজ এবং দাবায়। ব্রিজে কলকাতার একাধিক ক্লাব এশিয়ার তো বটেই, আরও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্য। ব্যক্তিগতভাবে রবি রায় এবং দলগতভাবে ভবানীপুর কার্ড ক্লাবের খেলা এখন অনেক বিদেশীর মুখে মুখে।

দাবা রীতিমত বুদ্ধিধর। এতে বিজ্ঞান নিহিত। এ আর অলস বৃদ্ধদের খেলা নয়। দিব্যেন্দু বড়ুয়ার বয়স এখন প্রায় পনের। জাতীয় প্রতিযোগিতায় সে এখনই সকলের কেন্দ্রবিন্দু। দিব্যেন্দু কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও চমৎকার খেলে এসেছে।

দূরপাল্লার সাঁতারে মিহির সেন, ডাঃ বিমল চন্দ, আরতি সাহা (গুপ্তা) প্রমুখের কথা পৃথকভাবে লিখেছি। কিন্তু অবিরাম সাঁতার বা এন্ডিউরেন্স সুইমিং-এ প্রফুল্ল ঘোষ সমগ্র এশিয়ার নজর কেড়েছিলেন স্বাধীনতা উত্তরকালে। সাঁতারের ওলিম্পিক ইভেন্টে এশীয় পর্যায়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব বাংলার শচীন নাগের। ১৯৫১-য় প্রথম এশিয়ান গেমসে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তিনি প্রথম সোনা জেতেন। ওলিম্পিক বা ওই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও প্রদর্শনী কুস্তিতে ১৯১২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত গ্লাসগো, এডিনবরা, সানফ্রানসিস্কোর নানা প্রতিযোগিতায় গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন গোবর গুহ। আজও তিনি আমাদের কুস্তির কিংবদন্তী।

দেহ সৌষ্ঠব বা বডি বিল্ডিং এ বাংলার সুনাম বহুদিন থেকেই। ১৯৫১-য় এশিয়ান গেমসে পরিমল রায় হন 'এশিয়াশ্রী'। তার আগে 'বিশ্বশ্রী' প্রতিযোগিতায় বাংলার মনোহর আইচ ও মনতোষ রায় নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলার শরীর চর্চায় জোয়ার আনেন।

কিন্তু বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে ভারত কিংবদন্তী হয়ে আছে যে খেলাটির জন্য— সেই হকিতে বাংলার গর্ব আজও লেসলি ক্লডিয়াস ও গুরবক্স সিং। উভয়েই কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬-য় ওলিম্পিক সোনা বিজয়ী ও ১৯৬০-এ রূপো বিজয়ী দলে ছিলেন ক্লডিয়াস। ৬০-এ ছিলেন তিনি ভারতের অধিনায়ক। গুরবক্স ১৯৬৪-তে সোনা জয়ী ভারতীয় দলে ছিলেন, যুগ্ম অধিনায়ক হন ১৯৬৮-তে ব্রোঞ্জ বিজয়ী দলের। ১৯৬৮-তে কলকাতার ইনামুর রহমানও ভারতীয় ওলিম্পিক দলে ছিলেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২র ওলিম্পিক জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কলকাতার কেশব দত্ত-রও। ওলিম্পিকে ভারতের সোনা

আসে ১৯৬৪-র পর ১৯৮০তে মস্কোয়। বলা বাহুল্য এবারও কলকাতা বা বাংলা প্রতিনিধিহীন ছিল না। গোলে বীর বাহাদুর ছেত্রী অপূর্ব নৈপুণ্য দেখান।

খেলোয়াড় না হয়েও খেলাধুলোর জগতে যিনি ভারতকে পরিচিত করেছিলেন সংগঠকরূপে, তিনি পঙ্কজ গুপ্ত (পিটার গুপ্ত)। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিক্স—সব খেলার প্রসারে পঙ্কজ গুপ্তর অবদান অবিস্মরনীয়। ওলিম্পিক্সে তো বটেই, বিদেশে ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হয়েছেন একাধিকবার। বিদেশে তিনি কত পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ কিছুটা মেলে ১৯৭১-এর ৬ মার্চ তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাডম্যান, আর্থার মেইলি, ওয়ালি হ্যামন্ড, ফিঙ্গলটন সহ বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন খেলোয়াড় ও ক্রীড়াকর্তাদের শোকবার্তা থেকে। কলকাতায় ইডেনে প্রথম কংক্রিট গ্যালারিও (রঞ্জি স্ট্যান্ড) তৈরী হয় তাঁরই প্রয়াসে।

সরকারী সাহায্য ও বেসরকারী সংস্থাগুলির অবদান

কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে পদক তালিকায় ভারত প্রথম ছয় বা সাতটি দেশের মধ্যে স্থান পাচ্ছে। এশিয়ান গেমসে ভারতের অ্যাথলিটরা রেকর্ডও করেছেন বেশ কয়েকবার, বিশ্ব বা ওলিম্পিক হকিতে আজও প্রথম সারিতে, ১৯৮০তে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে প্রকাশ পাড়ুকোন ছিলেন চ্যাম্পিয়ন, বিলিয়ার্ডসে আমাদের উইলসন জোন্স ও মাইকেল ফেরিরা বহুবার হয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। টেনিসে বিজয় অমৃতরাজ বিভিন্ন সময়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠদের হারিয়েছেন। দাদা আনন্দকে জুড়ি নিয়ে জিতেছেন অনেকবার ডাবলসেও। এ টি পি র‍্যাংকিং-এ বিজয় এখন বিশ্বের প্রথম সারিতে। ১৯৮১-র জানুয়ারিতে র‍্যাংকিং-এ তাঁর স্থান কুড়ি, আয়ের হিসাবে অষ্টম। টেষ্ট ক্রিকেট যদিও মাত্র ছয়টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবুও ভারত প্রতিটি দেশকে হারিয়েছে। সিরিজ জিতে কখনও পেয়েছে রাবার। আলোড়ন তুলেছে বিশ্ব ক্রিকেটে।

তবুও ভারত খেলাধুলায় বেশ এগিয়ে—একথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। এশিয়াডে বা কমনওয়েলথ গেমসে যত ভালোই করি না কেন, ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যত সফলই হোন না কেন—আমাদের খেলাধুলার সামগ্রিক মূল্যায়ন হয় প্রতি চারবছর পরে এক একটি ওলিম্পিক গেমস শেষে। ওলিম্পিক্সের পদক তালিকায় ১৯৫২ ছাড়া আর কখনও একাধিক পদক (একটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ) ভারতের নামের পাশে স্থান পায়নি। হকির দৌলতে বিভিন্ন সময়ে একটি পদক এলেও ১৯৭৬-এ মন্ট্রিয়ল থেকে ভারত ফেরে শূন্য হাতে।

প্রতিটি ওলিম্পিক্স অন্তে সোচ্চার হই—খেলার ব্যাপারে আমরা কেউ কিছুই করছি না। অভিযুক্ত করা হয় খেলোয়াড় ও কোচদের, নানা সমালোচনা করা হয় সরকারী নীতির, বাদ দেওয়া হয়না বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকেও, কিন্তু মনে হয়—সামগ্রিকভাবে আমরা সকলেই দায়ী খেলাধুলায় ভারতের হতাশকর ফলের জন্য। দায়ী আমাদের মানসিকতাও।

খেলোয়াড় ও কোচরা সচেষ্ট নন—একথা যেমন সর্বদা বলা উচিত নয়, তেমনি সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলি অকেজো—এই অভিযোগটাও

যথার্থ নয়। তবে অন্যান্য দেশ খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছে, আমরা তেমন কিছু করিনি। এখন অন্যদেশে একে জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে 'স্বাস্থ্যই জাতীয় সম্পদ' মেনে নিয়ে। তাঁরা জানেন শরীর ঠিক থাকলে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ে, শিক্ষাদীক্ষায় নিজেকে বেশীমাত্রায় নিযুক্ত রাখা যায়। ওলিম্পিক্সে বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে পদকজয়ের ব্যাপারটি এসেছে অনেক পরে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বকিছু হয়ে থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে, তা বলে ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বও কম নয়। ধনতান্ত্রিক দেশে সরকারী ও বেসরকারী ক্রীড়া উদ্যোগ চলে পাশাপাশি। আমাদের দেশে খেলাধুলোর বেসরকারী সংস্থাগুলির অবাধ ক্ষমতা। তাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। তবে পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস গঠিত হওয়ার পর এবং নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ তৈরী হওয়ার পর পরোক্ষে কিছু বিধি নিষেধ বা গাইড লাইন করে দেওয়া হচ্ছে। এতে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন খেলোয়াড়রা এবং সংগঠনগুলিও। এন আই এস দ্বারা উন্নত ধরণের ট্রেনিং এবং ক্রীড়া পরিষদ নানা সময়ে আর্থিক সাহায্য এবং সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। তবে স্বীকার করতেই হবে রাজ্যে ক্রীড়া-পরিষদ গঠিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য কাজই করছে। এন আই এস-এর পাতিয়ালা ও বাঙ্গালোর কেন্দ্রও এতবড় দেশ, এত জনসংখ্যার দেশের পক্ষে অনেকটা সিন্ধুতে বিন্দুর মত। কলকাতার শাখাটি স্থাপনের পর অবশ্য পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অনেক উপকৃত হবে। সত্যি বলতে কি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ কেরালা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড় ইত্যাদি রাজ্যে যেভাবে খেলার উন্নতিতে কাজ করছে সারা ভারত তাও অনুসরণ করলেই এগোতে পারবে।

বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা আবশ্যিক হলেও তা চলছে দায়সারা ভাবে। শরীর চর্চার দ্বারা দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে—এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত, কিন্তু আমাদের দেশে আজও অনেকেই বলেন, খেলাধুলা করলে লেখা পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

স্বাধীনতার পর থেকে শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে ও গ্রামের দিকে আমরা নজর দিয়েছি। পরবর্তীকালে গ্রামীণক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলন হয় এই নীতির ভিত্তিতেই। কেননা, ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে থাকেন। সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য চমৎকার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। ব্লক থেকে মহকুমা, তারপর রাজ্য এবং অবশেষে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সেরারা আসবে সারা ভারত প্রতিযোগিতায়। সেখানকার কৃতীরা পাবেন জাতীয়

বৃত্তি। খেলাধূলার উন্নয়নে এটা অভিনব। কারণ এরপরে ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় আসে। কিন্তু এখানেও আমাদের অদ্ভূত মানসিকতা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখছে। সাধারণত দেখা যায় গ্রামের বদলে শহুরে ছেলে-মেয়েদেরই রাতারাতি যোগাড় করে সারাভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নেওয়া হয় যার ফলে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে।

সারা দেশকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে সবার আগে চাই সুস্বাস্থ্য। আর এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক শরীর চর্চা। শরীর চর্চা প্রয়োজন আট থেকে আশী সব বয়সের মানুষের—নারী পুরুষ নির্বিশেষে। এশিয়ান গেমসে বা ওলিম্পিক্‌সে পদক? তারজন্য চাই সেই সব ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা যেভাবে এগোচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন যেভাবে এগিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, যেভাবে উন্নত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মাটির ট্র্যাকের বদলে চাই অন্তত সিন্ডার ট্র্যাক, নদী বা পুকুরের বদলে চাই পুল। হকির জন্য চাই পলিগ্রাস বা অ্যাসট্রো টার্ফ। রোদ, বৃষ্টি এড়িয়ে সারাবছর অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের মত আমরা বছরে মাথাপিছু অত টাকা হয়ত ব্যয় করতে পারব না, কিন্তু পাল্লা দিতে গেলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি চাই বৈকি। আর সবার আগে চাই খেলাধূলায় অংশগ্রহণের মানসিকতা।

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S14—6 MIB/81—23-6-82—3,000.

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার